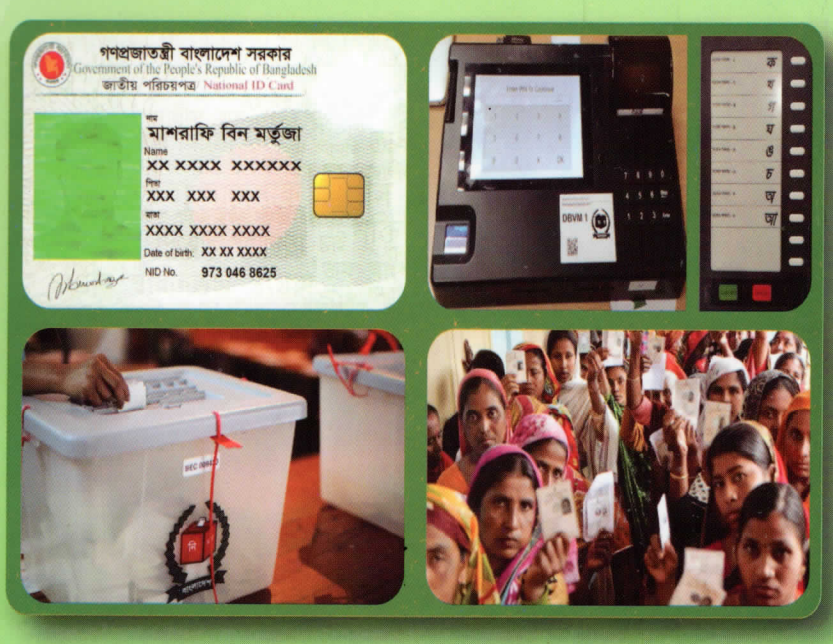
জাতীয় ভোটার দিবস
২ মার্চ ২০২১

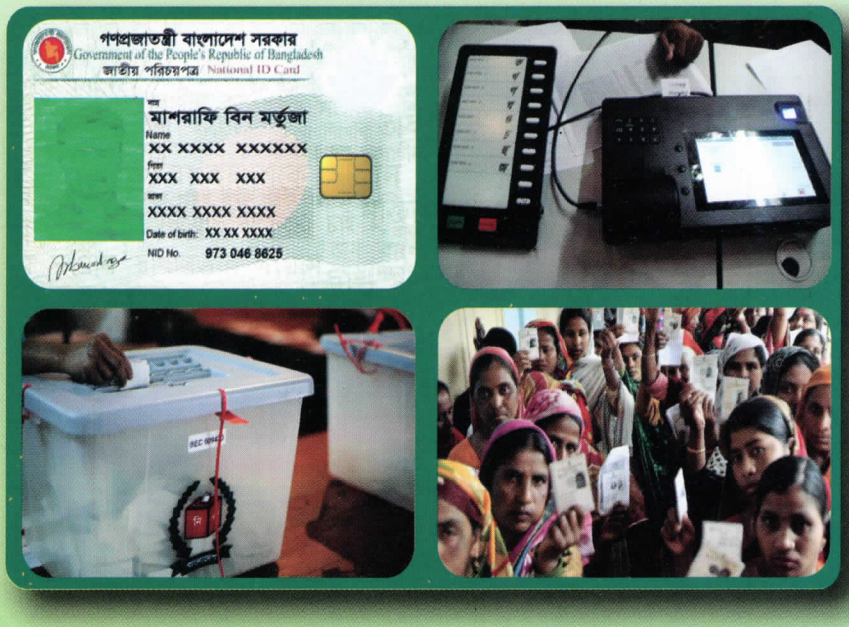
বয়স যদি আঠারো হয়
ভোটার হতে দেরি নয়

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১



বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১



প্রকাশকাল
২ মার্চ ২০২১

প্রকাশক
জনসংযোগ অধিশাখা
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ছবিসহ ভোটার তালিকা ও শ্রীপুর	২০
০২	জাতীয় ভোটার দিবসের প্রেক্ষিত ও তাৎপর্য	২২
০৩	নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)	২৪
০৪	ভোটার তালিকা ১৯৭১-২০২১ এবং ভোটার দিবস	২৮
০৫	বাংলাদেশে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন ও বিবর্তনঃ	৩২
০৬	**Electoral practices in pandemic**	৩৮
০৭	জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব, প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচনে ইভিএম	৪০
০৮	**What is Electoral Roll and Why I'll be a Voter ?**	৪৬
০৯	একজন রেজিস্ট্রেশন অফিসারের অভিজ্ঞতা ও কিছু সুপারিশ	৪৮
১০	**An Auspicious Initiative For Expatriates**	৫১
১১	একটি ব্যালট বাক্সের আত্মকথা	৫৩
১২	ভোটার দিবসের গান	৫৫
১৩	মোমেনার গল্প	৫৬
১৪	"এক ভোট"	৫৮
১৫	**Voters' Day for Young Voters'**	৬০
১৬	ফটো গ্যালারী	৬১



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৭ ফাল্গুন ১৪২৭
২ মার্চ ২০২১

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক 'জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত ভোটারদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য 'বয়স যদি আঠারো হয় - ভোটার হতে দেরি নয়' খুবই যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন এবং তার নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিয়মিত ভিত্তিতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে আসছে। সর্বশেষ ২০১৯ সালের হালনাগাদকরণ কার্যক্রমে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিবন্ধিতদের এবং ২০২১ সালের ২ মার্চ পর্যন্ত পরিচালিত হালনাগাদ কার্যক্রমে নিবন্ধিতদের রিভাইজিং অথরিটির নিকট উত্থাপিত দাবী, আপত্তি নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ একটি প্রশংসনীয় অর্জন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকাভুক্তির পাশাপাশি নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্রও প্রদান করে থাকে। আঠারো বৎসরের উর্ধ্বে সকল নাগরিকের ছবি ও আঙুলের ছাপের বায়োমেট্রিক তথ্যসহ কম্পিউটার-ভিত্তিক ডাটাবেইজ নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত করছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে ব্যক্তির সঠিক পরিচয় যাচাই করে সকল সরকারি চাকুরিজীবীর বেতন, পেনশন, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক ও বিধবাভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সকল পর্যায়ের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। নির্বাচন কমিশন তাদের সেবা কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ভোটগ্রহণ পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের ব্যবহার শুরু করেছে যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকীতে তার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের আকাঙ্খার সাথে সংগতিপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনকে তাদের এ উদ্যোগের জন্য আমি সাধুবাদ জানাই। দেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় ভোটার দিবস-২০২১' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ



বাণী

মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর দেওয়া বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে এবং ১১ অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্ব অনুসারে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকাসমূহের সীমানা নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে থাকে। এছাড়া আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে। এসব নির্বাচনের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা। আর ভোটার তালিকা প্রণয়ন নির্বাচন কমিশনের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সুচারুভাবে পালন করছে। পাশাপাশি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করেছে, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন প্রবর্তন করেছে। দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের আর একটি অবিস্মরণীয় অবদান। এ সকল কর্মযজ্ঞের জন্য আমি নির্বাচন কমিশনকে সাধুবাদ জানাই।

"বয়স যদি আঠারো হয়,
ভোটার হতে দেরি নয়।"

এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২ মার্চ ২০২১ তারিখে দেশে তৃতীয়বারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার বিশ্বাস, এ আয়োজন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি ও ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে জনগণের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের তরুণদের মধ্যে ব্যপক আগ্রহ, উদ্দীপনা ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

মনে রাখতে হবে যে, কোন জাতীয় বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য একজন নাগরিককে অবশ্যই ভোটার হতে হবে। ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, জন্মস্থান ও নারী-পুরুষভেদের ঊর্ধ্বে থেকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথ সুগম করতে পারে। তাই জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য এবং আগামী সকল নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ায় অংশগ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকীর চেতনাকে ধারণ করে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপনের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আনিসুল হক, এম,পি



বাণী

প্রধান নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তৃতীয়বারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন করছে। এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে :

"বয়স যদি আঠারো হয়-
ভোটার হতে দেরি নয়।"

পৃথিবীর অনেক দেশে যার যার মতো করে ভোটার নিবন্ধন করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার নির্বাচন পরিচালন কর্তৃপক্ষসমূহের সংস্থা FEMBoSA ভোটার দিবস পালনের জন্য বছরের একটি তারিখ নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এ সংস্থার উদ্যোক্তা সংস্থা এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ সংস্থার চেয়ারপার্সন থাকার প্রেক্ষাপটে 'জাতীয় ভোটার দিবস' ধার্য করা হয় এবং এর পর থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ০২ মার্চ তারিখকে 'জাতীয় ভোটার দিবস' নির্ধারণ করেছে। মুজিব বর্ষের প্রেক্ষাপটে উদ্‌যাপিত এবারের জাতীয় ভোটার দিবস বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের নির্বাচন পরিচালনার জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের যে দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত রয়েছে নির্বাচন কমিশন নিষ্ঠার সাথে তা প্রতিপালন করে। সংবিধানের অনুশাসন মতে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি মাত্র ভোটার তালিকা প্রণয়ন করার বিধান প্রতিপালন করা হয়।

সংবিধানে আরোপ করা শর্ত সাপেক্ষে দেশের নাগরিক হলেই তিনি ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। সংবিধান বলে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিকানা জনগণের কাছে যে অর্জিত রয়েছে এবং তাদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি দেশ পরিচালনার যে সুযোগ গ্রহণ করেন তার প্রতি নির্বাচন কমিশন সচেতন রয়েছে। নির্বাচনে ভোট দেওয়া অথবা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা-উভয় ক্ষেত্রে একজন যোগ্য নাগরিককে যে ভোটার হতে হবে 'জাতীয় ভোটার দিবস' পালনের মধ্যে দিয়ে তার ব্যাপক প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পূর্ণাঙ্গ নাগরিকত্ব অর্জন করতে হলে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য প্রত্যেককে অনুপ্রাণীত করা আমাদের জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপনের অন্যতম লক্ষ্য।

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এবং ভোটার তালিকা বিধিমালা ২০১২-এর বিধি-বিধান প্রয়োগ করে বিভিন্ন ধাপে নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ১ম ধাপে তথ্য সংগ্রহকারী ঘরে ঘরে গিয়ে ভোটারযোগ্য নাগরিকের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। তারা নির্ধারিত ফরমে নতুন ভোটার, মৃত ভোটার, বাদপড়া ভোটার এবং ঠিকানা বদল করা ভোটারের তথ্যাদি সংগ্রহ করে। এক পর্যায়ে নতুন ভোটারের দশ আঙ্গুলের ছাপ ও চক্ষুকণিকার ছবি তোলা হয় যাকে বায়োমেট্রিক বলে আমরা জানি। এরপর নানা প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী বছরের শুরুর দিকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ভোটারগণের নাম নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভোটার তালিকার তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রস্তুত করা হয়। ব্যক্তি, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জাতীয় পরিচয়পত্র একটি অপরিহার্য দলিল। ভোটার যোগ্য একজন ব্যক্তিও যাতে বঞ্চিত না থাকেন তার নিশ্চয়তা বিধান নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। এ বিষয়ে সচেতন নাগরিকগণকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত ও সমুন্নত রাখা এবং ভোট প্রদানে ভোটার সাধারণকে উৎসাহিত করণের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের উদ্দেশ্য। জাতীয় ভোটার দিবস, ২০২১ উপলক্ষে আমি দেশের সকল নাগরিককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা।
আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কে এম নূরুল হুদা



বাণী

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

তৃতীয় জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'বয়স যদি আঠারো হয়– ভোটার হতে দেরি নয়'। এই শব্দবন্ধের বহুমাত্রিক ব্যাপ্তি রয়েছে। প্রথমত, যিনি আঠারো বছর বয়সে পদার্পন করলেন, তিনি দেশের একজন পরিপূর্ণ নাগরিক। দেশের সঙ্গে একজন নাগরিকের যে আত্মিক সম্পর্ক, তা অনুধাবণের জন্য তিনি নিশ্চয়ই আগ্রহান্বিত হবেন। ভোটার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে স্মার্ট কার্ডটি লাভ করবেন, সেটি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর আত্মপরিচয়ের স্মারক। এই স্মার্ট কার্ড অর্জনের জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।

এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্বপূর্ণ কাথাটি হচ্ছে 'ভোটার'। একজন নাগরিকের নির্দিষ্ট সময়ে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা হচ্ছে তাঁর প্রাথমিক অর্জন। ভোটার হওয়ার মাধ্যমে সেই নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে তাঁকে অনুধাবন করতে হয়, ভোট হচ্ছে জনগণের পবিত্র আমানত। অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। ভোটের মাধ্যমে একজন যোগ্য জনপ্রতিনিধিকে বেছে নেওয়ায় তাঁর অবদান অতীব মূল্যবান। সংবিধানে বলা হয়েছে– "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" এ কথার অর্থ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশগ্রহণ করে। ভোট প্রতিটি নতুন ভোটারের রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশগ্রহণের প্রথম ধাপ।

আমি মনে করি নতুন ভোটারদের জন্য নির্বাচন, নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা, ইভিএম এবং নির্বাচন কমিশন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কলেজের পাঠ্যসূচিতে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। শিক্ষায়াতনের বাইরের ভোটারদের জন্য টেলিভিশনে তথ্যচিত্র প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। এতে কেবল ভোটার নয়, ভবিষ্যৎ প্রার্থীগণও নির্বাচন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও উপযুক্ততা অর্জন করবেন।

জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবীন ভোটারদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি এই দিবসটির তাৎপর্যময় অনুষঙ্গ।

আমি জাতীয় ভোটার দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

মাহবুব তালুকদার



বাণী

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

'বয়স যদি আঠারো হয়-ভোটার হতে দেরি নয়' প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ২ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় ভোটার দিবসের সকল কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে মনে করি। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং জনগণের ক্ষমতায়নে জাতীয় ভোটার দিবস বিশেষ ভূমিকা রাখবে, এ আমার বিশ্বাস।

জনগণ ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেন। গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার বিকাশে ভোটার হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম পদক্ষেপ। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দেশের সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত করে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করছে।

'জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। একই সাথে বাংলাদেশের সকল ভোটারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

মোঃ রফিকুল ইসলাম



বাণী

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ভোটাধিকার একজন নাগরিকের রাষ্ট্র প্রদত্ত সংবিধান স্বীকৃত একটি অধিকার। জনগণ তাদের এ অধিকার নির্বাচনের মাধ্যমে প্রয়োগ করে থাকেন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশে ভোটারদের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত বছরের ন্যায় এ বছর তৃতীয়বারের মতো ২ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বিশেষ দিনে বাংলাদেশের সকল ভোটারকে আমি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

"বয়স যদি আঠারো হয়-ভোটার হতে দেরি নয়" এবারের ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়। দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সদ্য ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া তরুণ-তরুণীদের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহ সৃষ্টি হবে আশা করি। ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিটি নাগরিকের ভোটার হওয়ার অধিকার সাংবিধানিকভাবে উন্মুক্ত। ভোটার হওয়ার মাধ্যমে একজন নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি।

কবিতা খানম



বাণী

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২ মার্চ ২০২১ তারিখে তৃতীয়বারের মতো দেশে জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছে, এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বছর জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'বয়স যদি আঠারো হয়-ভোটার হতে দেরি নয়'। গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের চেতনায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এ দেশের ভোটারগণকে সাথে নিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছে এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন নির্বাচন কমিশনের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। বর্তমান নির্বাচন কমিশন তার এই মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করে আসছে। ভোটার হওয়ার যোগ্য প্রত্যেক নাগরিককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপনের মাধ্যমে দেশের তরুণ ভোটারদের মাঝে গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে উৎসাহ সৃষ্টি হবে যা দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভুমিকা রাখবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পথযাত্রায় নির্বাচন কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশের সকল নাগরিক ও ভোটারদের সহযোগিতা কামনা করছি।

আমি জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১ উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। সেই সাথে বাংলাদেশের সকল ভোটার ও তরুণ প্রজন্ম যারা ভোটার হতে যাচ্ছে তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.)



বাণী

সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

"বয়স যদি আঠারো হয়, ভোটার হতে দেরি নয়" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২ মার্চ ২০২১ তারিখে তৃতীয়বারের মতো দেশে পালিত হচ্ছে 'জাতীয় ভোটার দিবস'। এ উপলক্ষে ভোটারসহ সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ভোট ও ভোটাধিকার প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। এটি কেবল কোনো ঘটনা বা ইতিহাস নয়। এটি মানবতার দীর্ঘ লালিত মৌল মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের চেতনার ফসল। সময়ের অনেক গভীরে তার শিকড়। গণতন্ত্রের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আজ মানব পরিবার ও পারিপার্শ্বিকতা এ চেতনার বাহক। শৈশব ও কৈশোরে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-পরিজনের মাধ্যমে নাগরিক এ উপলব্ধি লাভ করেন। ক্রমেই এর বিকাশ ঘটে এবং ভোটার হিসেবে পরিচয় লাভের মাধ্যমে নাগরিক ভোট প্রদান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করেন।

বাংলাদেশী নাগরিকগণ জীবনে মাত্র একবার নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে আজীবন ভোটার স্ট্যাটাস অর্জন করেন। এর পাশাপাশি নিবন্ধিত নাগরিকগণ পাচ্ছেন জাতীয় পরিচয়পত্র যা বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রাপ্তিতে এখন অপরিহার্য দলিল। ভোটার সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন হালনাগাদ কর্মসূচির পাশাপাশি সারাবছর অনলাইনে নিবন্ধন আবেদনের ব্যবস্থা উন্মুক্ত রেখেছেন। নাগরিকগণ এখন ঘরে বসেই অনলাইনে নিবন্ধনের আবেদন করার সুযোগ পাচ্ছেন। কোভিড-১৯ মহামারির মাঝেও থেমে নেই ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া। এছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য প্রবাসেই নিবন্ধন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জাতীয় ভোটার দিবসের আয়োজন তরুণ প্রজন্মসহ সকল নাগরিককে গণতন্ত্রের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে। প্রতিটি নাগরিক যথাসময়ে ও আন্তরিকতার সাথে তথ্য-উপাত্ত প্রদান করে ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল করবেন এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরিতে তথা ভোটাধিকার ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

মহাকালের ইতিহাসে দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মদানের বিনিময়ে বাঙালি জাতির অর্জন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার। এ স্মৃতি চির জাগ্রত থাকুক প্রতিটি অন্তরে; গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার চর্চা পৌঁছে যাক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি এবং 'জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১' এর সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ হুমায়ন কবীর খোন্দকার



সম্পাদকীয়

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই হলো রাষ্ট্র চালনার মূল নায়ক। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন- যারা সরকার গঠন করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এ জন্য প্রত্যেক নাগরিকের নির্বাচন ও গণতন্ত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভোটারকে তাদের ভোটের অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা দরকার যাতে তারা সঠিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারের গুরুত্ব তুলে ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভোটার দিবস পালন করা হয়। ভোটার দিবস দেশের জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র, নির্বাচন, সুশাসন ও ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে, একই সাথে যখন যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য হন তখন তাদেরকে স্বপ্রণোদিত হয়ে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হতে এবং অন্যদেরকেও নিবন্ধিত হতে উদ্বুদ্ধ করে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সদা জাগ্রত। পৃথিবীর যে কোন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মতোই বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে বছর জুড়েই নানা ধরণের কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে বাংলাদেশের এ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর মূল কাজ হলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ এবং ভোটার তালিকা প্রণয়ন। এছাড়াও আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ববলী- স্থানীয়সরকারের বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে থাকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

এবার বিশ্বজুড়ে কোভিড ১৯ বা করোনা মহামারি চলমান থাকায় জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বল্পপরিসরে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হচ্ছে। এ দিবস উপলক্ষে ঢাকাসহ আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে ২ মার্চ ২০২১ জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন উদ্যোগের বাহন হলো এ স্মরণিকা। এবারের এ প্রকাশনায় বিশেষ সহায়তা করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মানিত সচিব মহোদয়ের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকা প্রকাশে সহায়তা করার জন্য অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিচালক জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ মহোদয়সহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই স্মরণিকা প্রকাশ কমিটিকে। স্বল্পসময়ে স্মরণিকা প্রকাশের কারণে ভুল-ত্রুটি থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ রইল।

এম.এম. আসাদুজ্জামান
পরিচালক (জনসংযোগ)
ও যুগ্ম সচিব (সিসি)

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন



কে এম নূরুল হুদা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার



মাহবুব তালুকদার
নির্বাচন কমিশনার



মোঃ রফিকুল ইসলাম
নির্বাচন কমিশনার



কবিতা খানম
নির্বাচন কমিশনার



ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.)
নির্বাচন কমিশনার



ছবিসহ ভোটার তালিকা ও শ্রীপুর

মোঃ রফিকুল ইসলাম

নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রথম অনুষঙ্গ ভোটার তালিকা। বাংলাদেশে ভোটার তালিকা প্রণয়ন কাজ ঠিক কখন কিভাবে শুরু হয়েছিল তা আমার জানা নাই। নির্বাচন কমিশনে কাজ করার সময় দেখেছি শুরুর দিকে হাতে লিখে ভোটার তালিকা তৈরী হতো। কালের পরিক্রমায় তা টাইপ হয়েছে, পরে আস্তে আস্তে ছবিসহ ডিজিটাইজড হলো।

২০০৭ সাল, যুগ্মসচিব হিসাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে যোগদান করলাম। আন্দোলনের মুখে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সকল নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে পদত্যাগ করলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার যোগদান করলেন। সংগে একজন সাবেক বিচারপতি এবং একজন সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নির্বাচন কমিশনার। সাবেক নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের সময়ে তৈরী ভোটার তালিকায় কোটির উপরে ভূয়া ভোটার। কেয়ারটেকার সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন উপহার দিবেন। গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকা সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। গোঁদের উপর বিশ ফোঁড়া, ঢাকার মোহাম্মদপুরে একটি ভোটার এলাকায় শতাধিক ভূয়া ভোটার চিহ্নিত করা হলো। একজন স্কুল শিক্ষক আদালতে মামলা করলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দাবী তুললো নির্ভুল ভোটার তালিকায় ছবি সংযুক্ত হতে হবে। আদালতের রায়ে ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করে নতুন ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন উদ্যোগ নিয়ে সচিবালয়ের কর্মকর্তা, সিভিল সোসাইটি, সাংবাদিক, সাধারণ জনগণের সাথে আলোচনা করলো। আলোচনা থেকে বের হলো গোড়ায় গলদ। ভোটার তালিকা আইন এবং ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়াটাই ত্রুটিপূর্ণ। তখনকার ভোটার তালিকা আইনে যেকোন ব্যক্তি একাধিক জায়গায় ভোটার হতে কোন বাঁধা নাই। খোঁজ নিয়ে জানলাম, আমি নিজেও ঢাকা ও গোদাগাড়ীতে ভোটার। আমি ভূয়া ভোটার নই। ঢাকায় আমি নিজে ভোটার হয়েছি। গোদাগাড়ীতে মা আমাকে ভোটার করেছেন। তথ্য সংগ্রহকারী মার কাছ থেকে শুনে ভোটার রেজিস্ট্রেশন করেছেন। তথ্যসংগ্রহকারীগণ বাড়ী বাড়ী না যেয়ে ভোটার তালিকা করায় নামে ভুল থেকে গেল, একজন একাধিক জায়গায় ভোটার হলেন। তারা সবাই ভূয়া ভোটার। এটা বন্ধ করার জন্য নিবন্ধন পদ্ধতিতে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে ভোটারের তথ্য নির্ভুল হয়। একজন ভোটার দুই জায়গায় ভোটার হলে তাঁকে যেন চিহ্নিত করা যায়। উচ্চ পর্যায়ের কারিগরি কমিটি ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরী করার পরামর্শ দিলো। ইলেকট্রনিক ভোটার তালিকায় আংগুলের ছাপ ও ছবি থাকবে যা ব্যবহার করে দ্বৈত ভোটারকে চিহ্নিত করা যায়। সমস্যা দেখা দিলো, কোথায় কিভাবে ছবি তোলা হবে, কোথায় কিভাবে আংগুলের ছাপ নেয়া হবে? কিছু লোক মন্তব্য করলো, গ্রামের ধর্মভীরু মানুষ বিশেষ করে মহিলারা ছবি তুলতে চাইবে না, আংগুলের ছাপ দিবে না। এ সকল যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে ঠিকমত চালানোর জনবল পাওয়া যাবে না। কথাগুলো সত্যি কি না জানা দরকার। এসব না জেনে সারা বাংলাদেশে ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরীর কাজ শুরু করা ঠিক হবে না। ঠিক হলো পাইলট করা হবে। কিন্তু কোথায়? এমন এক জায়গায় পাইলট প্রকল্প করা হবে, যেখানে কারখানাসহ শহরের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, আবার রয়েছে বাংলার গ্রামের সকল বৈশিষ্ট্য। পাইলট প্রকল্পের জন্য ঠিক হলো শ্রীপুর। শ্রীপুর গাজীপুর জেলার একটি উপজেলা। এখানেই লুকিয়ে আছে ছবিসহ ভোটার তালিকার জন্ম কথা। শ্রীপুর কে জড়িয়ে থাকবে বাংলাদেশের ছবিসহ ভোটার তালিকা এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ইতিহাস। ঘটনাচক্রে আমিও জড়িয়ে আছি এই ইতিহাসের একটি কোণায়।

ছবিসহ ভোটার তালিকার কাজ শুরু করার জন্য জেলা নির্বাচন অফিসারকে নিয়ে শ্রীপুর গেলাম। কোকিলের কুহু কুহু দিয়ে শ্রীপুর আমাদের স্বাগত জানালো। পাখির কিচির-মিচির, সন্ধ্যায় ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁঝিঁ শব্দ আবেগ আপ্লুত করে রেখে ছিল। উঠেছি শ্রীপুর ডাকবাংলোয়। পুরাতন একটা বিল্ডিং। রাতে মশা আর পোকার উৎপাত। ঘুটঘুটে অন্ধকারে জোনাকী পোকার আলো। হৃদয় কাড়ছে। মশা আর পোকার জ্বালায় ঘুমাতে পারলাম না। জোনাকীর আলো দেখে রাত কাটলো। ব্যবস্থাপনার বিশালত্ব, কারিগরি জটিলতা, সবকিছু মাথায় রেখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ভোটার তালিকা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা হলো। নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শুরু করলো ভোটার তালিকার পাইলটিং এর কাজ।

তথ্য সংগ্রহের জন্য ফরম তৈরী, তথ্য সংগ্রহকারী, ডাটাএন্ট্রি অপারেটর নির্বাচন, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান। আরেক দল মাঠে নামলো সচেতনতা সৃষ্টির কাজে। একটা মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা শুরু করলাম মূল কাজ। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষককে তথ্য সংগ্রহ নির্ধারণ প্রক্রিয়ার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। তারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে আনলেন। এর সাথে ডাটাএন্ট্রি অপারেটর নির্বাচন করে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। তারা নির্ধারিত কেন্দ্রে ছবি তুলে তথ্য কম্পিউটারাইজড করবেন। ভোটারদের কেন্দ্রে আনলেন শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। তার আগে ডাটাএন্ট্রি অপারেটরগণ নিজেদের তথ্য ল্যাপটপে তাদের নিজেদের ডাটাএন্ট্রি, হাতের আংগুলের ছাপ নিয়ে ছবি তুলে হাত পাকালেন। মাত্র ৩ দিনের ট্রেনিং নিয়ে তথ্য সংগ্রহকারীরা নির্ধারিত ফরমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করলো; ডাটাএন্ট্রি অপারেটরগণ তথ্যগুলোকে ডিজিটাইজ করলো। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সেনা প্রধান উদ্বোধন করেন শ্রীপুরের কার্যক্রম। শ্রীপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে, আগত অতিথিদের বসার জন্য প্যান্ডেল। উদ্বোধনের দিন সকাল থেকে শুরু হলো প্রবল বৃষ্টি। মাঠে হাটু পানি। সব কিছু সরিয়ে এনে স্কুলের অডিটরিয়ামে কোনমতে শেষ করা হলো পাইলটিং এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। কাজে নেমে দেখলাম, মহিলারা ছবি তুলতে চান না। কিন্তু তাদের কেন্দ্রে এনে ছবি তুলতে হবে তা না হলে ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরী হবে না। বুঝলাম নতুন একটা কিছু করতে হবে। তাদেরকে বললাম ছবি তুললে তারা রঙ্গিন ছবিসহ কার্ড পাবেন। কার্ড সংগে থাকলে সব কাজ করতে পারবেন। তারা রাজি হলেন। সব আশংকা দূর করে শ্রীপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছবি তুললো, আংগুলের ছাপ দিল। তৈরী হলো শ্রীপুরবাসীর নাগরিক তথ্যভান্ডার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ছাপানো হলো শ্রীপুরের ভোটার তালিকা, পরিচয়পত্র। বিতরণ করা হলো সবার কাছে। রঙ্গিন ছবিসহ পরিচয়পত্র হাতে পেয়ে শ্রীপুরবাসীর কি যে আনন্দ! আনন্দের চোটে কেউ কেউ একাধিকবার ছবি তুলেছে। ফিংগার প্রিন্ট ব্যবহার করে একটা সফটওয়ার দিয়ে চিহ্নিত করা হলো দ্বৈত ভোটারদের একটা রেখে অন্যগুলো বাদ দেয়া হলো।

শ্রীপুর এর অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে নামলাম পর্যায়ক্রমে সারাদেশের ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরীর কাজে; এ বিশাল কর্মযজ্ঞ কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা করা সম্ভব নয়। প্রায় ১০ হাজার ল্যাপটপ, ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার, ৫০০ এর অধিক প্রিন্টারসহ নানান যন্ত্রপাতি কিনতে হবে। প্রায় ৭ লক্ষ তথ্য সংগ্রহকারী ও ডাটাএন্ট্রি অপারেটরদের ৩ দিনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সাপোর্ট টু ইলেকটোরাল প্রসেস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি কিনে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে ছবিসহ ভোটার তালিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সকল কমিশনারবৃন্দ এবং সেনা প্রধানের উপস্থিতিতে এটা ছিল ছবিসহ ভোটার তালিকার একটি মাইল ফলক। পরে ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় হাতে নেয়া হল ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য মূল প্রকল্প। প্রাথমিক পর্যায়ে এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অদ্ভুত একটা যোগসূত্র বর্তমান কমিশনে আমরা দুজনই নির্বাচন কমিশনার। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কারিগরি কমিটি ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সংগৃহীত তথ্য কাজে লাগানো এবং এই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে বছর বছর ভোটার তালিকা আপডেট করার কাজ সহজ করার জন্য ন্যাশনাল ডাটা বেইজ তৈরীর পরামর্শ দিলো। একই সংগে বাংলাদেশের সকল নাগরিককে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন করে বিতরণ করার উপদেশ দিলেন। ডাটার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য সেনাবাহিনীর পরামর্শে ফিঙ্গার প্রিন্ট ম্যাচিং এর জন্যও জোর দিলেন। প্রকল্পের সাশ্রয়কৃত অর্থ ব্যবহার করে ডাটা সেন্টার, ফিঙ্গার প্রিন্ট ম্যাচিং এর জন্য যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার কেনা হলো। তৈরী হলো ন্যাশনাল ডাটাবেইজ, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ পেলো একটি পরিচয়পত্র। পরিচয় পত্রের নম্বরটি ইউনিক। এই নম্বর দিয়ে সব মানুষকে চিহ্নিত করা যায়। শ্রীপুর পাইলট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে এক অসম্ভবকে সম্ভব করার কাজে হাত দিয়েছিলাম। সারা বিশ্বের নজর ছিল শ্রীপুরের দিকে। শতশত দেশ থেকে প্রতিনিধি আসছেন, দেখছেন, কথা বলছেন। শ্রীপুর বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত এক নাম। শ্রীপুরের শ্রী আরও বেড়ে গেল। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বাংলা ডাটাবেইস এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে শ্রীপুরের নাম।

শ্রীপুরকে নিয়ে আমার, আমার সহকর্মীদের, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কেঁটেছে অনেক বিনিদ্র রজনী। দু:খ, কষ্ট, উৎকণ্ঠা, আনন্দ মেখে আছে ছবিসহ ভোটার তালিকার জন্মস্থান শ্রীপুরকে ঘিরে। হয়তো আজ সবাই ভুলে গেছে পিছনের এই মানুষগুলোকে। আজো বেঁচে আছে বিশ্ববাসীর কাছে শ্রীপুরের নাম। কেউ মনে রাখেনি ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রনয়ণের সংগে জড়িত শিক্ষক শিক্ষিকা, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, সেনা বাহিনীর সৈনিক ও কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নাম; যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই ছবিসহ ভোটার তালিকা। আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন।



জাতীয় ভোটার দিবসের প্রেক্ষিত ও তাৎপর্য

অশোক কুমার দেবনাথ

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্রের জন্য এ দেশের মানুষের রয়েছে গভীর অঙ্গীকার। ১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এরপর একটি সুখী, শান্তিময়, সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ রচনার লক্ষ্যে শুরু হয় আমাদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। ভোটারের দায়িত্ব নির্বাচনে ভোট প্রদান করা। ভোটারের দায়িত্ব দেশ পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করা, যাকে সে মনে করে সাধারণ জনগণের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে এবং দেশ পরিচালনায় যথাযথ নেতৃত্ব দিতে পারবে। ভোটার সেই হবে যার নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ১০ ও ১১ ধারা এবং ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি নির্ভুল ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০০৮ সাল থেকে সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোটারদের আঙুলের ছাপের বায়োমেট্রিক তথ্য সংরক্ষণ ও ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণীত হয়ে আসছে এবং তা একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে ক্রমপুঞ্জিতভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজে বর্তমানে ১১ কোটির বেশি ভোটারের তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। বস্তুতঃ ১৮ বৎসরের উর্ধ্বে প্রায় সকল বাংলাদেশি নাগরিকের পরিচয়সহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষিত রয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির পর ভোটারদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করে থাকে।

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে ভোটার দিবস পালন করা হয় । সার্কভুক্ত দেশসমূহের নির্বাচন কমিশনের সংগঠন Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA)-এর ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্য দেশসমূহে ভোটার দিবস পালনের অঙ্গীকার রয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০১৯ সাল হতে প্রতিবছর জাতীয়ভাবে ভোটার দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ২ মার্চ তারিখকে 'জাতীয় ভোটার দিবস' ঘোষণা করেছে। এ বছর তৃতীয়বারের মত জাতীয়ভাবে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দেশব্যাপী উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এ বছর COVID-19 মহামারি পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দিবসটি পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বিশ্বাস করে একজন যোগ্য নাগরিকও ভোটার তালিকার বাইরে থাকবে না। ভোটার হওয়া একজন নাগরিকের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের পথকে সুগম করে। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে একজন নাগরিক ভোটার তালিকায় কীভাবে নাম নিবন্ধন করবেন, নিবন্ধনের জন্য কী কী দলিলাদি প্রয়োজন, কোথায় নিবন্ধিত হবেন, কেন ভোটার হবেন, কেন ভোট দেবেন ইত্যাদি বিষয়ে গণসচেনতা প্রয়োজন। তাছাড়া এটি সবার জানা প্রয়োজন যে, মিথ্যা তথ্য প্রদান করে বা তথ্য গোপন রেখে ভোটার হওয়া অথবা একাধিকবার ভোটার হওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ সকল বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ভোটার দিবস উপলক্ষে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপক প্রচার করা হয়।

নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের সেবা দানের স্বার্থে অন-লাইনগম্যতা (Accessibility) রয়েছে এমন একটি নির্ভরযোগ্য কম্পিউটারভিত্তিক ও ডিজিটাল তথ্যভান্ডার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজ সেই অভাবটি পূরণ করেছে। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের তথ্যভান্ডারে নাগরিকদের প্রায় ৪৬ ধরণের তথ্য রয়েছে। দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের এ সকল ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনসাধারণের অবিচল আস্থার প্রতিফলন। নির্বাচন কমিশনের সাথে ১৪৪টি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) রয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজ থেকে সেবাগ্রহীতাদের

পরিচয় সংক্রান্ত নির্ধারিত তথ্যসমূহ যাচাই করতে পারে। বর্তমানে আর্থিক ও সামাজিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রকে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করেছে। ফলে ভূয়া পরিচয় বা জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে দুর্নীতি করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাই সকল যোগ্য নাগরিকেরই উচিত তাদের বয়স আঠারো বৎসর হলেই স্ব-উদ্যোগে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা।

এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'বয়স যদি আঠারো হয়, ভোটার হতে দেরি নয়'। ভোটার হওয়া ও ভোট প্রদানের অধিকার প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২১ ও ১২২ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের এই অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে। সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকার একটি করিয়া ভোটার-তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষ ভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না। ১২২ (১) অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে "প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে"। গণতন্ত্র উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ভোটার হওয়া ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। কাজেই বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্যটি বাংলাদেশের মহান সংবিধান প্রদত্ত সরকার পরিচালনার জন্য জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারকে সমুন্নত করার লক্ষ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভোটার রেজিস্ট্রেশন এবং জাতীয় পরিচয় সংক্রান্ত সেবা নাগরিকগণের হাতের নাগালে পৌঁছে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এই সেবাকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছে। ভোটারগণ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের ওয়েব পোর্টালে (www.nidservices.gov.bd) ঢুকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। আবেদন সম্পন্ন হলে আবেদনকারীর মোবাইল ফোনে এর অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বার্তা প্রেরণ করা হয়। এছাড়া ভোটারগণ উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসেও আবেদন করে ভোটার তালিকায় বা জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত তথ্য সংশোধন করতে পারেন। আবেদনে উল্লিখিত সংশোধিত তথ্য তদন্তে যথাযথ ও সঠিক বিবেচিত হলে প্রদত্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ভোটারের ডাটাবেইজে সংযোজন/প্রতিস্থাপন করা হয়। উলেখ্য, ভোটার তালিকা বা জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে ভোটারকে তার দাবীকৃত সংশোধিত তথ্যের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হয়।

জাতীয় সংসদ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের যে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হলে একজন নাগরিককে অবশ্যই ভোটার তালিকাভুক্ত হতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। ভোট দানের ক্ষেত্রেও একজন নাগরিককে তিনি যেখানে ভোট দিতে চান তাকে সেই এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যদি কোন ভোটার তার বাসস্থান পরিবর্তন করে তার পূর্বের ভোটার এলাকা পরিবর্তন করেন তবে তিনি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় তার নিবন্ধিত নাম স্থানান্তর করে সেখানে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। এজন্য তাকে তার বসবাসরত এলাকার উপজেলা বা ক্ষেত্রমত থানা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে তার নাম স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কোন ভাবেই নতুন করে ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা যাবে না। এটি করলে তার আগের নিবন্ধনটিও স্থগিত হয়ে যাবে। এতে তিনি নাগরিক সেবা পেতে সমস্যায় পড়তে পারেন। একাধিক বার ভোটার নিবন্ধন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটি প্রমাণিত হলে ফৌজদারি অপরাধ সংঘটনের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

ভোটার দিবস মূলত ভোটারদের জন্য নিবেদিত দিবস। এ উপলক্ষে সম্মানিত ভোটারদের সচেতন করা হয়; নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় তাদের গুরুত্বকে সামনে নিয়ে আসা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন এ দেশের মানুষের স্বাধিকারের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। জনগণের প্রতিনিধির মাধ্যমে দেশ শাসনের দাবী আদায়ের জন্য তিনি দীর্ঘ কারাভোগসহ নানা নিপীড়ন সহ্য করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবর্ষের জাতীয় ভোটার দিবসে তার গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধকে আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের উর্ধ্বে থেকে প্রণীত অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথ সুগম করতে পারে। ত্রুটিমুক্ত ভোটার-তালিকা যে কোন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। প্রত্যেক যোগ্য নাগরিক যদি ভোটার তালিকাভুক্ত হন তবে তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনে ও দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং একই সাথে তার জন্য রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল নাগরিক সেবা প্রাপ্তিও সহজ হবে। সকল যোগ্য নাগরিক কে ভোটার হতে উৎসাহিত করা এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ তথা দেশ গড়ায় অংশ গ্রহণ এ বছরের জাতীয় ভোটার দিবসের অন্যতম আহবান।



নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)

এস, এম, আসাদুজ্জামান

সময়ের সাথে সাথে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী, যুগোপযোগী ও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরণের টেকনোলোজির ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়েছে ছবিসহ ভোটার তালিকা, গড়ে তোলা হয়েছে ১১ কোটিরও বেশী ভোটারের ডাটাবেইজ, প্রবর্তন করা হয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র। ভোটগ্রহণ, ভোটপ্রদান ও গণনা প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করার লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)।



নির্বাচনে ব্যবহৃত প্রথম ইভিএম

বাংলাদেশে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় ইভিএম ব্যবহারের জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করা যায় কি-না তা পরীক্ষা করার জন্য সর্বপ্রথম ২০০৪ সালে ভারত থেকে দুটি ইভিএম মেশিন নিয়ে আসা হয়। তবে সেই মেশিন দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কার্যকরভাবে কিছু করা হয়নি। তবে এ উদ্যোগ থেমে থাকেনি ২০০৭/২০০৮ সালে ছবিসহ ভোটার তালিকা সফলভাবে প্রণয়নের পর তৎকালীন নির্বাচন কমিশন দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে ইভিএম তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাথে যৌথভাবে কাজ শুরু করে। অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর সহায়তায় ইভিএমের প্রটোটাইপ তৈরী করা হয়।

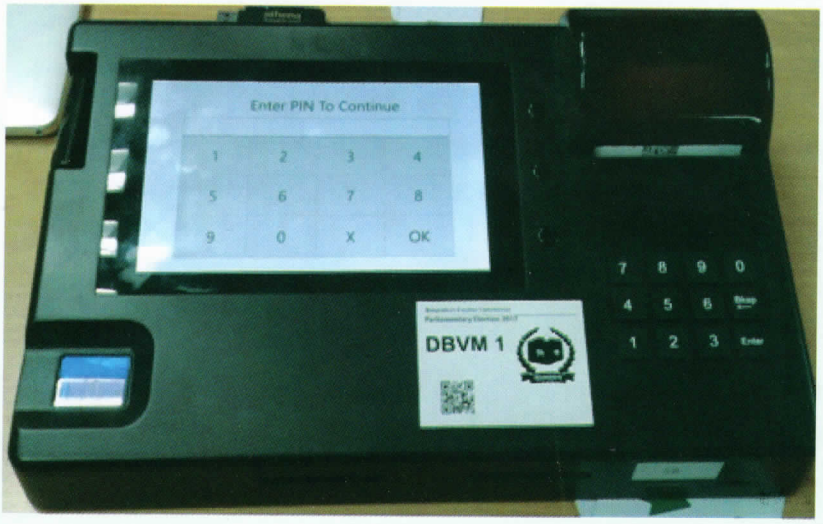
দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ২০১০ সালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ২১ নং ওয়ার্ডে বুয়েট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইভিএম সফলভাবে ব্যবহার করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে- নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও নরসিংদী পৌরসভা নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে সব কেন্দ্রে এবং অন্যগুলোতে আংশিকভাবে ইভিএম ব্যবহার করা হয়। ২০১৩ সালে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের সময় একটি সেন্টারে একটি ইভিএম এ যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। তবে এ যান্ত্রিক ত্রুটি থেকে উত্তরণের তেমন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ যান্ত্রিক ত্রুটি ও মেশিনের পেটেন্টেসহ আরো কিছু বিষয়ে বুয়েটের সাথে নির্বাচন কমিশনের মতবিরোধ হলে এরপর আর কোন নির্বাচনে এই ইভিএম ব্যবহার করা হয়নি। বুয়েট কর্তৃক নির্মিত ইভিএমের যাত্রা এখানেই থেমে যায়।

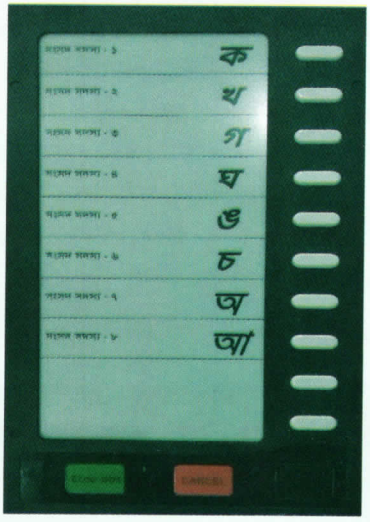
নির্বাচন ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইভিএম চালুর বিষয়ে থেমে থাকেনি নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন নতুন আঙ্গিকে আধুনিক ডিজিটাল ভোটিং মেশিন প্রচলনের চেষ্টা চালিয়ে যায়। নতুন ইভিএম উদ্ভাবনের বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা চলতে থাকে। ইভিএম তৈরীর লক্ষ্যে দক্ষ ও আইটি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠন করা হয় কারিগরী উপদেষ্টা কমিটি। নেতৃত্বে থাকেন স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। এই কারিগরি কমিটির দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী (বিএমটিএফ) এর সহায়তায় প্রস্তুত করা হয় নতুন কনফিগারেশনের ইভিএম।

প্রস্তুতকৃত ইভিএম ২৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে একটি দৃশ্যমান ও বাস্তব উপস্থাপনার মাধ্যমে 'কারিগরি কমিটি' কে প্রদর্শন করা হয়। কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রদর্শিত ইভিএম এর সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এর প্রয়োজনীয় আপগ্রেড করা হয়। এ মেশিনের মাধ্যমে ছবিসহ ভোটার তালিকার তথ্যভান্ডারের ডাটা ব্যবহার করে ভোটকক্ষেই ভোটারের ফিঙ্গার প্রিন্ট এর মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয় হয়। এছাড়া এ মেশিন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বা স্থানীয় সরকার নির্বাচন অর্থাৎ সকল নির্বাচনেই ব্যবহার করা যায়।

নতুন ইভিএম এর মেশিনের যাত্রা

অনেক চেষ্টা ও প্রতীক্ষার পর নতুন ইভিএম প্রথমবারের মত রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৭ এ সফলভাবে ব্যবহৃত হয়। মোট ১৭ টি ইভিএম রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-এ পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়। ভোটগ্রহণ শেষে প্রতিটি কক্ষে ভোট গণনার সময় লাগে মাত্র ০১ মিনিট। দেশী, বিদেশী এবং নির্বাচন কমিশন এর নিজস্ব নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মিডিয়া এবং সর্বসাধারণ এর মতামত অনুযায়ী ইভিএম পরিচালিত কেন্দ্রের নির্বাচন নিরপেক্ষ, সহজ এবং সময়বান্ধব হয়েছে। নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিষয়ে আর পিছনের তাকাতে হয়নি নির্বাচন কমিশনকে- এর পর একের পর এক নির্বাচনে সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ইভিএম।





নতুন ডিজিটাল ইভিএম মেশিন

২১শে ডিসেম্বর ২০১৭ রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এ পরীক্ষামূলকভাবে ১৪১ নং কেন্দ্রের (সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ) ৬টি কক্ষে ইভিএম এর মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সাথে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়। ১৫ মে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮ এ পরীক্ষামূলকভাবে ২০৬ এবং ২৩৯ নং কেন্দ্রে (সোনাপোতা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পিটিআই ট্রেনিং সেন্টার) যথাক্রমে ০৪টি ও ০৬টি করে সর্বমোট ১০টি কক্ষে ইভিএম এর মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সাথে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮ এ পরীক্ষামূলকভাবে ০৬টি কেন্দ্রে ইভিএম এর মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সাথে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮ এ পরীক্ষামূলকভাবে ০২টি কেন্দ্রে ইভিএম এর মাধ্যমে সফলতার সাথে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮ এ পরীক্ষামূলকভাবে ০২টি কেন্দ্রে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮ এ পরীক্ষামূলকভাবে ১১টি কেন্দ্রে ইভিএম এর মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সাথে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়।

এর পর শুরু হয় আরও ব্যাপকভিত্তিক ব্যবহার। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনে সম্পুর্ণভাবে সফলতার সাথে ইভিএম এ ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ১১তম জাতীয় সংসদের ৬টি আসনেও ইভিএম এ ভোটগ্রহণ করা হয়। জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার পরিষদের সাধারণ ও উপনির্বাচনেও ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমানে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার আর পরীক্ষামূলক নয় ইভিএম এখন নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশ। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সব সেন্টারেই ইভিএম এ ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। ৩২৯টি পৌরসভা সাধারণ নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপের পুরোটাই বা অর্ধেক ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও উলেখযোগ্য সংখ্যক নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া করা হচ্ছে।

ইভিএম প্রকল্প

নির্বাচনে সাথর্কভাবে ইভিএম ব্যবহারের লক্ষ্যে ইভিএম বিষয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ইভিএম ক্রয়, প্রশিক্ষণ, প্রচারসহ যাবতীয় পরিচালনা ও ব্যবস্থপনার কাজ করা হচ্ছে।

প্রচার:

বিশ্বের অনেক দেশে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হলেও বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এটি একটি নতুন বিষয় তাই ইভিএম এর ব্যবহার, সুবিধা ও ইভিএম মেশিনের পরিচিতির জন্য নির্বাচন কমিশন ব্যাপক ভিত্তিক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এজন্য সমন্বিত প্রচার কার্যক্রম চালনা করা হচ্ছে: সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইভিএম সম্পর্কিত টিভিসি প্রচার করা হচ্ছে। দৈনিক পত্রিকায় ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে। স্যোসাল মিডিয়ায়, ইউটিউবে ইভিএম সম্পর্কিত সকর ধরণের প্রচারণা করা হচ্ছে। প্রতিটি নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যানার পোস্টার, লিফলেট ফেস্টুন মুদ্রন ও প্রচার করা হচ্ছে। নির্বাচনি এলাকাসমূহে ব্যাপক মাইকিং করা হচ্ছে। ইভিএম বিষয়ে মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত ব্রিফ করা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে নির্বাচনি এলাকায় গুরুত্বপুর্ণ স্থানসমূহে ইভিএম এ ডেমোন্সট্রেশন করা হচ্ছে। ভোটারগণ এসব ডেমোন্সট্রেশনে পরীক্ষামূলকভাবে ভোট প্রদান করছে। ইভিএম এর সুবিধা এবং এর প্রযুক্তিগতদিক প্রদর্শণের জন্য দেশের সকল বিভাগীয় শহরে ইভিএম মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় ইভিএমে পরীক্ষামূলক ভোট দেয়ার ব্যবস্থা ছিল।

প্রশিক্ষণ

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ যাতে নির্বিঘ্নে সহজভাব ইভিএম পরিচালনা করতে পারেন সে জন্য তাদের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের পর ভোটের আগেরদিন তাদের মাধ্যমে মক ভোটিং করানো হয়। এছাড়া প্রতিভোট সেন্টারের জন্য নিয়োজিত থাকে প্রশিক্ষিত টেকনিক্যাল এক্সপার্ট।

নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের প্রধান সুবিধাসমূহঃ

ব্যালট পেপার ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কোটি কোটি ব্যালট পেপার মুদ্রণ করতে হয়। অতি অল্পসময়ে তাড়াহুড়ো করে এসব ব্যালট পেপার মুদ্রণ করতে হয়। তাড়াহুড়োর কারণে মুদ্রণে কোন ভুল হলে বা শেষ মূহুর্তে অদালতের নির্দেশে কোন পরিবর্তন করতে হলে ব্যাপক সংখ্যক ব্যালট পেপার পুড়িয়ে ফেলতে হয়। এছাড়া অতি অল্প সময়ে এত সংখ্যক ব্যালট পেপার মুদ্রণ করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও নেই। অন্যদিকে দেশে ভোটার সংখ্যাও বাড়ছে কিন্তু সে সাথে মুদ্রণ সুবিধা বাড়েনি । এপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের পূর্ব মুহুর্তে এত ব্যাপক সংখ্যক ব্যালট পেপার মুদ্রণ প্রায় অসম্ভব।

ভোট প্রদান সহজ ঃ ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট প্রদান খুবই সহজ এবং কম সময় লাগে। ভোটারগণ শুধুমাত্র সুইচ টিপে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেন। কোন ব্যালট পেপার না থাকায় ব্যালট পেপার ভাজ করার বা ব্যালট বাক্সে ফেলার কোন প্রশ্ন নাই। প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার ভাজ করার সময় মার্কিং সীলের কালি উল্টো দিকে লেগে অনেক ভোট বাতিল হয়। অনেকসময় ব্যালট পেপার ছিড়ে যায়।

বাতিল ভোট বাছাই ; বিভিন্ন নির্বাচনে যত অভিযোগ, মামলা বা সংঘর্ষ হয় তার মধ্যে উলেখযোগ্য হলো ভোট গণনার সময় বাতিল ভোট সনাক্ত করা নিয়ে। অনেক সময় ভোটার এমনভাবে ব্যালটে সীল মারেন যে কোন ভোটারকে ভোট দেয়া হয়েছে তা বুঝা কঠিন, আবার ভোট প্রদানের পর ব্যালট পেপার ভাঁজ করার সময় উল্টোদিকে দিকে কালি লেগে অন্য প্রতীকে লেগে যায়-এতে করে বাতিল ভোট সনাক্ত করা কঠিন হয় যে কারনে প্রার্থী বা প্রার্থীদের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বাদানুবাদ বা মারামারির সৃষ্টি হয়। যেহেতু ইভিএম ব্যবহারে কাগজের ব্যালট নেই তাই কোন ভোট বাতিল হওয়ার অবকাশ নেই বা বাতিল ভোট সনাক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই।

ভোট গণনা ঃ নির্বাচনি ব্যবস্থাপনায় ভোট গণনা একটি অতি গুরুত্বপুর্ন ধাপ। প্রায় সবক্ষেত্রেই গৃহীত ভোট একত্রীকরণ করে বাছাই এবং গণনা করতে সন্ধ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে রাত হয়ে যায়। বিশেষ করে শীতকালে নির্বাচনে ভোট গণনার সময় সমস্যার সৃষ্টি

হয়। অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রে আলোর ব্যাবস্থা থাকে না। এক্ষেত্রে নিকটতম প্রার্থী বা এর সমর্থকরা রাতের অন্ধকারে গোলযোগ করার সুযোগ পায়। কিন্তু ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গণনা খুবই সহজ ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে ভোট গণনা করা হয়। দ্রুত ফলাফল প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ দিনের আলোতই ভোট গণনা শেষ।

পুনঃ গণনা ঃ সাধারণত ভোটের ব্যবধান কম হলে পরাজিত নিকটতম প্রার্থী বারবার ভোট পুনঃ গণনার জন্য আবেদন করেন। পুনঃগণনার জন্য সময়ক্ষেপণ হয়-রাত্রি নেমে আসে তখন দুঃস্কৃতিকারীরা গোলমালের সুযোগ খোঁজে। ইভিএম ব্যবহারের ফলে পুনঃগণনার কোন সমস্যা নেই। শুধুমাত্র বোতাম টিপে মুহুর্তের মধ্যে তা করা সম্ভব এবং যতবার খুশী ততবার করা সম্ভব।

নির্বাচনি মালামাল পরিবহণ ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণের জন্য ব্যাপক সংখ্যক ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, সুই-সুতা, সীলগালা, চটের বস্তাসহ অনেক ধরনের মালামল রাজধানী হতে জেলা, জেলা হতে উপজেলা, উপজেলা হতে কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয় এবং ভোটগ্রহণ শেষে তা ফেরৎ নিয়ে আসতে হয়। এত করে ব্যাপক পরিবহণ খরচ হয় এবং এর সাথে নিরাপত্তার বিষয় জড়িত। ইভিএম ব্যবহারের ফলে তা খুবই কমে গেছে, শুধুমাত্র ইভিএম মেশিন নেয়ার জন্য একটি বাক্স-থাকে।

ভোটের ফলাফল ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে কেন্দ্র দখল করে ভোটের ফলাফল পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু ইভিএম এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ভোট প্রদান করা হয়। কাজেই ফলাফল পরিবতর্ন সম্ভব নয়।

মেশিনের নিরপেক্ষতা ঃ ইভিএম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দুটি স্মার্টকার্ড- যার একটি প্রিজাইডিং ও একটি সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকে। কোন রকম গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা দিলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তার স্মার্টকার্ডটি (পোলিং কার্ড) মেশিন হতে খুলে লুকিয়ে ফেলবে। কাজেই কেউ ইচ্ছে করলেই মেশিন দখল করে ভোট প্রদান করতে পারবে না। কাগজের ব্যালট পেপার না থাকাতে ব্যালট পেপার ছিনতাইয়েরও কোন সুযোগ নাই।

ভোট প্রদানের সময় ঃ প্রচলিত নিয়মে কেন্দ্র দখল করে দ্রুত ব্যালট পেপারে সীল মেরে বাক্স বোঝাই করা সম্ভব কিন্তু ইভিএম বাবহারের ফলে তা সম্ভব নয়। কারণ একটি ভোট প্রদানের পর আরেকটা ভোটের জন্য একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ইভিএম ব্যাবহারের ফলে বৈধ ভোট, বাতিল ভোট, হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপার এর জন্য অসংখ্য ফরম পুরণ ও প্যাকেট ব্যাবহারের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় নির্বাচনি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনও অনেক সহজতর হবে।

ভোটার তালিকা ১৯৭১-২০২১ এবং ভোটার দিবস

মোঃ শাহ আলম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদ এর বিধান অনুযায়ী সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করে ভোটার-তালিকা থাকবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করে কোন বিশেষ ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করা যাবে না।

সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। রাজধানী ঢাকায় ঐ দিন সকালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ভোটার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ভোটার তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু হয়। একই দিন রাজধানী ঢাকায় রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নামও ভোটার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়। সে দিনই দীর্ঘ বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করার মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হওয়ার পথে হাঁটতে শুরু করে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। ৩০ জানুয়ারি ১৯৭৩ সনে উক্ত ভোটার তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়। ৬,৯৪,৭৯,০০০ জন জনসংখ্যার দেশে ভোটার সংখ্যা ছিলো ৩,৫২,০৫,৬৪২, শতকারা হার ৫০.৬৭% ।

১৯৭২ হতে ২০০৬ পর্যন্ত ভোটারের ডেমোগ্রাফিক ডাটা সংগ্রহ করে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হতো। এক্ষেত্রে দেখা যেত ভোটার নিজে উপস্থিত না থাকলেও পরিবারের কেউ না কেউ তার নাম ভোটার তালিকায় অর্ন্তভুক্তির চেষ্টা করতো।

১৯৭২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ভোটার তালিকার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ	মোট ভোটার	অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন
০১	৩০ জানুয়ারি ১৯৭৩	৩,৫২,০৫,৬৪২	৭ই মার্চ ১৯৭৩ ১ম সংসদ নির্বাচন
০২	০৭ ডিসেম্বর ১৯৭৬	৩,৮৩,৬৩,৮৫৮	১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ ২য় সংসদ নির্বাচন
০৩	০৫ আগস্ট ১৯৮৩	৪,৭৩,২৫,৮৮৬	০৭ মে ১৯৮৬ এর ৩য় সংসদ নির্বাচনএবং ০৩ মার্চ ১৯৮৮ এর ৪র্থ সংসদ নির্বাচন
০৪	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০	৬,১৯,৬৩,১০৮	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ৫ম সংসদ নির্বাচন
০৫	০৭ অক্টোবর ১৯৯৫	৫,৫৯,৬৬,৩৮৪	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ এর ৬ষ্ঠ এবং ১২ জুন ১৯৯৬ এর ৭ম সংসদ নির্বাচন
০৬	২৬ অক্টোবর ২০০০	৭,৪৮,২৩,৯৮৪	০১ অক্টোবর ২০০১ এর ৮ম সংসদ নির্বাচন
০৭	০১ জুন ২০০৫	৭,৬৫,২৬,৯৯৫	---------
০৮	৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ (হালনাগাদান্তে চূড়ান্ত তালিকা)	৯,৩০,২৩,৫১৩	--------

৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ সনে প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকার বিষয়ে নানা মহলে বিতর্ক শুরু হয় এবং উলেখিত ভোটার তালিকার বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে যথাক্রমে রিট পিটিশন নং ৯১৫৭/২০০৫ ও ৯১৮০/২০০৫ দায়ের করা হয়। মাননীয় আদালত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ সনে প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা ও invalid ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন । আদালতের আদেশের পর উক্ত ভোটার তালিকা বাতিল করা হয়।

ভোটারের বায়োমেট্রিকসহ নতুন ভোটার তালিকা প্রনয়ণঃ

ড. এ টি. এম শামসূল হুদা এর নেতৃত্বে গঠিত ১০ম নির্বাচন কমিশন বায়োমেট্রিক তথ্য সম্বলিত ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ণের কাজ শুরু করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয় নাগরিকের বায়োমেট্রিক তথ্যসহ ছবিসহ ভোটার তালিকা, যা থেকে প্রস্তুত হয় নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র । যা, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে নবদিগন্তের সূচনা করে, তৈরি হয় দেশের সর্ব বৃহৎ বায়োমেট্রিক তথ্য সম্বলিত নতুন ডাটাবেইজ। বর্তমানে সরকারের নানা সেবামূলক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার ডাটা সার্ভার । ২০০৭-২০০৮ সনে কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজ সহযোগে ভোটারগণের নিবন্ধনের পর ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত ভোটারতালিকার মোট ভোটার সংখ্যা ছিলো ৮,১০,৮৭,০০৩ জন, যে ভোটার তালিকা দিয়ে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সনে ৯ম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২০০৯ সনে প্রণীত হয় ভোটার তালিকা আইন ২০০৯। উক্ত আইনের ১১ ধারা মোতাবেক ০২ জানুয়ারি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ এবং ৩০ জানুয়ারি ছূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ নির্ধারিত হয়। যদিও ২০২০ সনে উক্ত সময় সূচি পরিবর্তন করে ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় সূচি ২ জানুয়ারি হতে ২ মার্চ নির্ধারণ করা হয়। ২০০৯ হতে ২০২০ সন পর্যন্ত মোট ০৫ বার ভোটার তালিকা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোটার বায়োমেট্রিক তথ্যসহ হালনাগাদ করা হয়। হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকার তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ	অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন
১	২০০৯-২০১০	৮,৫৭,০০,৭৪৭
২	২০১২-২০১৩	৯,১৯,৬৫,১৬৭
৩	২০১৫-২০১৬	৯,৯৮,৫৫,৫৪৮
৪	২০১৭-২০১৮	১০,৪১,৪২,১০৫
৫	২০১৯-২০২০	১১,১২,৮৪,১৫৮
* আগামী ২০২১ সনের ০২ মার্চ ভোটার দিবসের দিন প্রকাশিত হবে ২০২০-২০২১ সনে হালনাগাদকৃত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা		

ভোটার তালিকায় হিজড়া জনগোষ্ঠীকে অর্ন্তভূক্ত করণঃ

১০ জুলাই ২০১৮ তারিখে নির্বাচন কমিশনের ৩২/২০১৮ তম সভায় বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে "হিজড়া (hijra)" লিঙ্গ হিসেবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের মাধ্যমে আরেকটি ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় । প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠী "হিজড়া (hijra)" লিঙ্গ হিসেবে আলাদা ভাবে ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্ত হয়।

প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্তিঃ

বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের ৬০/২০২০তম কমিশন সভায় মুজিববর্ষে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্তির কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় । সে মোতাবেক যুক্তরাজ্য, সিংগাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটার তালিকায় নাম অর্ন্তভূক্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণকে ১ম বার বিনা ফি তে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের বিষয়েও মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

ভোটার দিবসপালনঃ

২৭ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. তারিখে নির্বাচন কমিশনের ১৩/২০১৭তম সভায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তৎকালীন সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ভোটার দিবস পালনের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। মাননীয় নির্বাচন কমিশন উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন । ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. তারিখে নির্বাচন কমিশনের ১৫/২০১৭তম সভায় প্রতি বৎসর ১ মার্চ তারিখকে ভোটার দিবস হিসেবে পালনের বিষয়ে কমিশন নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেএ বং ভোটার দিবস পালনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ ০৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ০১ মার্চ-কে জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে পালনসহ "খ" শ্রেণিভুক্ত করে পরিপত্র জারি করে । অতপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ১৫ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে ০১ মার্চ-কে জাতীয় বীমা দিবস এবং ০২ মার্চ-কে জাতীয় ভোটার দিবস পালনের জন্য পরিপত্র জারি করে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সময় থেকে ভোটার দিবস পালনের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।



বঙ্গবন্ধু ও রাষ্ট্রপ্রধান ভোটার তালিকাভুক্ত হলেন

সময়মত ভোটার তালিকার কাজ শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ



Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman signing a form for enlisting his name in the voters' list at his residence, on October 1. The Chief Election Commissioner is at left.



ভোটার তালিকা প্রণয়ন শুরু

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রথম ধাপ হিসাবে গতকাল রবিবার হইতে সারা দেশব্যাপী ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হইয়াছে।

রাজধানী ঢাকায় এই দিন সকালে রাষ্ট্রপতি জনাব আবু সাইদ চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে ভোটার তালিকা প্রণয়নের শুভ সূচনা হয়।

গতকাল সকালে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি জনাব আবু সাইদ চৌধুরী এবং বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচনী কমিশনার জনাব ইদ্রিস এবং নির্বাচনী কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঘাতকচক্রের কবলে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের ধারক হিসাবে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

একটি বিশ্বস্ত সূত্রের মতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর দেশ পুনর্গঠনের গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

বাংলাদেশে পরিচয় নিবন্ধন ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন ও বিবর্তনঃ

মুহাঃ সরওয়ার হোসেন

জাতীয় পরিচয়পত্রগুলো নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত এমন একটি দলিল যা একজন ব্যক্তির স্বতন্ত্র এবং জাতীয় পরিচয় বহন করে। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন অনুসারে ভোটার যোগ্য নাগরিকের পাশাপাশি অন্যান্য সকল নাগরিককে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করার পবিত্র দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যাস্ত। যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৫ সাল থেকে ভোটার আইডি কার্ড হিসাবে এবং অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। যার ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তন নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১৯৯৫-২০০০

১৯৯৪ সালে প্রণীত ২৩ ও ২৪ নং আইনে যথাক্রমে ভোটদান কালে ভোটার কর্তৃক পরিচয়পত্র দেখান বাধ্যতামূলক এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটারকে পরিচয়পত্র প্রদানের আইনগত বাধ্যবাধকতার ফলে "বাংলাদেশে ভোটারদের পরিচয়পত্র তৈরি ও প্রদান" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ১৮/০৪/৯৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের প্রাথমিক মেয়াদ ছিল ০১/০১/৯৫ থেকে ৩১/১২/৯৫ পর্যন্ত। পরবর্তীতে উক্ত মেয়াদ একাধিকবার সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ সংশোধিত মেয়াদকাল ০১ জানুয়ারি ১৯৯৫ হতে ৩০ জুন ২০০০ (৬৬ মাস)। ১৯৯৫ সালে যখন প্রকল্পটি ১ম পর্যায়ে কাজ শুরু করে তখন UNDP হতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশামূলক সম্ভাবনা বিবেচনায় বৈদেশিক সাহায্যের সংস্থান রাখা হয়। UNDP এ প্রকল্পে অর্থায়ন না করার প্রকল্প সংশোধন করে সম্পূর্ণ জিবি অর্থে বাস্তবায়ন করা হয়। মূলত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন ও সহায়তাদানের জন্য নির্বাচনি ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে সারাদেশের ভোটারদের আইডিকার্ড প্রদানের লক্ষে প্রকল্পটি গ্রহীত হয়। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) প্রত্যেক ভোটারের রেজিস্ট্রেশন;

(খ) ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও মুদ্রণ;

(গ) ভোটারের ফটোসহ আইডিকার্ড প্রস্তুত করা (ভেন্ডর কর্তৃক)

(ঘ) জেলা থানা পর্যায়ে কম্পিউটার সেটআপ প্রতিষ্ঠা ও

(ঙ) প্রস্তুতকৃত আইডিকার্ড ভোটারদের মাঝে বিতরণ, বাতিলকৃত বা ত্রুটিপূর্ণ আইডিকার্ড সংশোধন ও পূনঃবিতরণ;

(চ) ভোটারদের উদ্বুদ্ধকরণে প্রচার (প্রচারপত্র, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে)।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ IMED কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অনুসারে 'বাংলাদেশে ভোটারদের পরিচয়পত্র তৈরি ও প্রদান' প্রকল্পের ৭৬% বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছিল। অর্থাৎ ৬ (ছয়) কোটি ভোটারের মধ্যে ৪,৫৫,৯৭,৫৭১ জন ভোটারের আইডি কার্ড প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছিল। বিগত ৩০/০৬/৯৬ হতে ১৯/১১/৯৭ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত থাকায়, মাঠ পর্যায়ে ২য় পর্যায়ে কার্ড তৈরীর কাজ বিলম্ব হওয়ায়, ৯৮ এর বন্যা, পৌরসভা নির্বাচন, প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি, আইডিকার্ড তৈরীতে নিযুক্ত ঠিকাদারদের জনবল, অভিজ্ঞতা, পুজিঁ, আগ্রহ, উদ্যোগে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক জিনিস পত্রের অভাব, ভোটারদের উদাসীনতা গুরুত্ব বুঝতে না পারা ও অসচেতনতা, মহিলা ভোটারদের ছবি তোলায় আগ্রহের অভাব, বিভিন্ন পরীক্ষা, কম্পিউটার ভিত্তিক কোন কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ না থাকা, ম্যানুয়াল ছবি তুলে তা কাগজের কার্ডে সংযোজনকালে অনেক ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভুলে এক জনের তথ্যের সাথে অন্য ব্যক্তির ছবি যুক্ত হয়ে যায় যা মিডিয়া বিতর্কের সৃষ্টি হওয়া, প্রদত্ত ভোটার আইডি কার্ড ভোট দেয়া ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হতো না, এমনকি ভোট দিতেও উক্ত কার্ড প্রদর্শন বাধতামূলক না থাকা ইত্যাদি কারণে এখাতের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়নি।

২০০৭-২০১০

রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিশ্রুত নাগরিক অধিকার সেবা প্রদানে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়তে থাকে। তদ্‌প্রেক্ষিতে নাগরিকের ব্যক্তিগত পরিচিতি নিশ্চিতকরণে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রবর্তিত হয় ডিজিটাল পরিচয় নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপিসহ নয়টি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় নির্বাচন কমিশন ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানে সহায়তা প্রদান [Prepatation of Electoral Roll with Photographs & Facilitating the Issuance of National Identity (ID) Card-PERP] প্রকল্পের মাধ্যমে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজ শুরু করে। আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সার্বিক সহযোগিতায় বিশাল এ কর্মযজ্ঞ সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এ সময় নাগরিকগণের তথ্যাদি ও বায়োমেট্রিকস ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে জাতীয় পরিচিতি তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হয়। ভোটার তালিকায় উপজাত (byproduct) হিসেবে মুদ্রণ হয় জাতীয় পরিচয়পত্র। প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ নাগরিককে কাগজের তৈরি প্লাস্টিক লেমিনেটেড জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। পরিচয় নিবন্ধন ব্যবস্থাপনাকে আইনি কাঠামো প্রদানের জন্য জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। তবে ২০০৭ সালে গ্রহীত প্রকল্পটি যেসব কারণে টেকসই হয়-

ক) এই প্রকল্পের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ থাকা;

খ) এতে নাগরিকদের ডেমোগ্রাফিক তথ্যের পাশাপাশি বায়োমেট্রিকি তথ্য সংগ্রহ করে তা ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকা;

গ) ডাটাবেজে বায়োমেট্রিকি তথ্য সংরক্ষিত থাকায় তা বিদ্যমান সকল নাগরিকদের সাথে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দ্বৈততা শনাক্ত হওয়া;

ঘ) নতুন কোন নিবন্ধন হওয়ার পর তা ডাটাবেজে ঢোকার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় দ্বৈততা শনাক্ত হয়ে তার রিপোর্ট করে ফলে একই ব্যক্তির একাধিক অন্তর্ভুক্তি হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিপোর্ট পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা;

ঙ) ম্যানুয়াল ছবি তুলে তা কাগজের কার্ডে সংযোজন করা হয় না ফলে এক জনের তথ্যের সাথে অন্য ব্যক্তির ছবি যুক্ত হওয়ার সুযোগ না থাকা;

চ) প্রদত্ত আইডি কার্ড ইভিএম এ ভোট দেয়াসহ সরকারী বেসরকারী সকল সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য;

ছ) অধিকতর নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রবর্তন করা হয় যা সহজে নকল করা যায় না এবং সহজে অফলাইন ভেরিফিকেশনযোগ্য;

জ) দ্বৈততা শনাক্তকরণ আরো নির্ভুল করার জন্য বায়োমেট্রিক ফিচারে চোখের আইরিশ এবং ৪ আঙ্গুলের ছাপের স্থলে ১০ আঙ্গুলের ছাপ সংযোজন করা;

ঝ) ডাটাবেজকে সঠিক ও নির্ভুল রাখতে প্রতিনিয়ত এর হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার আপগ্রেড এর ব্যবস্থা রাখা;

ঞ) ভুল-ভ্রান্তি বা তথ্য আপডেট করার ক্ষেত্রে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তা অনুমোদন দেয়ার কারণে কাউকে অন্যায় কোন সুবিধা না দেয়া;

ট) সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে জাতীয় পরিচয়পত্রের সঠিকতা যাচাই করে সেবা প্রদানের জন্য ডাটাবেজের সাথে সংযোগ প্রদান করা।

২০১১-২০২০

জাতীয় পরিচয়পত্র ও জাতীয় তথ্য ভান্ডারকে সুসংহত করার জন্য স্থাপিত হয় জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ। পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা ও সেবা প্রদানের জন্য ২০১১ সালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অধীন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ গঠিত হয়। এ অনুবিভাগে ৩টি অধিশাখা, ৭ টি শাখা ও ৯ টি ইউনিট রয়েছে। ৭১ জনবলের সমন্বয়ে গঠিত এ অনুবিভাগটির পরিচালনার

দায়িত্ব রয়েছেন একজন মহাপরিচালক। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ কমিশনের মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিস ও উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসসমূহের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাপনায় পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ নাগরিকের নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান ও ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালন করছে।

জাতীয় পরিচয়পত্রের বহুল ব্যবহার শুরু হলে, কাগজে মুদ্রিত পরিচয়পত্রের জাল কপি তৈরি ও এর তথ্য বিকৃতিসহ নানাবিধ অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় উন্নত মানের অধিক নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশ্বব্যাংক এর ঋণ সহায়তায় শুরু হয় আইডহিএ (Identification System for Enhancing Access to Service-IDEA) প্রকল্পের কাজ। তথ্য ভান্ডারের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি পরিচিতি নিশ্চিত করে সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত করা হয় আধুনিক, অধিক নির্ভরযোগ্য ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরিচয়ের প্রমানপত্র "স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র" তথ্য ভান্ডারের উন্নয়নের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত তথ্য-ভান্ডারে অভিগম্যতা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক সেবা প্রদানের জন্য জাতীয় পরিচয়ের তথ্যাদি ব্যবহার করছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এ নাগরিক ডাটাবেইজটি নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ভান্ডার হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইতোমধ্যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নাগরিক ডাটাবেইজ ও স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

পরিচয় নিবন্ধন ব্যবস্থাপনার আইনি ভিত্তি হিসেবে "জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০" ও এর অধীন "জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৪" ও জাতীয় পরিচয়পত্র ও সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত (সংশোধন, যাচাই এবং সরবরাহ) প্রবিধানমালা, ২০১৪" প্রণীত হয়। এছাড়াও পরিচয় নিবন্ধনের সাথে "ভোটার নিবন্ধন আইন, ২০০৯" ও এর অধীন প্রণীত "ভোটার নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১২" এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। আইনি অবকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ নিম্নরূপঃ

- নির্বাচন কমিশন পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা, পরিচয়পত্র প্রদান, নাগরিকের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালন করবে;
- কমিশন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নাগরিকগণের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করবে; তবে কমিশন ভোটার হওয়ার যোগ্য নয় এরূপ নাগরিকগণকেও নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্ত সাপেক্ষে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করতে পারবে;
- জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির জন্য নাগরিককে পরিচয় নিবন্ধন করতে হবে;
- একজন নাগরিক ইউনিক জাতীয় পরিচিতি নম্বর সম্বলিত একটি জাতীয় পরিচয়পত্র পাবেন;
- জাতীয় পরিচয়ের তথ্যাদি সংশোধন ও হারানো/নষ্ট হওয়ার কারণে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফি প্রদান সাপেক্ষে জাতীয় পরিচয়পত্র পুনরায় উত্তোলন করা যাবে;
- সাধারণভাবে জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ ১৫ বছর; তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে বা পরে নাগরিকগণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচয়পত্র নবায়ন করতে পারবেন;
- কোন নাগরিকের নাগরিকত্বের অবসান হলে জাতীয় পরিচয়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;
- তথ্য ভান্ডারে প্রবেশাধিকারের আবেদন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হলে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তথ্য-উপাত্ত যাচাই/ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা হবে;
- কমিশনের নিকট নিবন্ধিত/চুক্তিভুক্ত প্রতিষ্ঠান নাগরিকের পরিচয়ের তথ্যাদি সঠিক নয় মর্মে ঘোষণা করলে এবং এ ঘোষনায় সংশ্লিষ্ট নাগরিক সংক্ষুব্ধ হলে তিনি কমিশন বরাবর আবেদন করতে পারবেন। বিষয়টি যাচাই-বাচাই করে ভুল পাওয়া গেলে কমিশন নিবন্ধিত/চুক্তিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাখ্যা তলব করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট নাগরিককে প্রার্থিত সেবা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে;
- গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার নাগরিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র বা তার অনুলিপি দাখিলের ব্যবস্থা চালু করতে পারবে;

- একই এলাকা বা ভিন্ন এলাকায় একই ব্যক্তির একাধিকবার নিবন্ধনের চেষ্টা করা আইনে দন্ডনীয় অপরাধ;
- জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জ্ঞাতসারে মিথ্যা/বিকৃত তথ্য প্রদান, তথ্য গোপন করা, একাধিক পরিচয়পত্র গ্রহণ করা, পরিচয়পত্র জাল করা, জাল করার কাজে সহায়তা করা, জাল পরিচয়পত্র বহন করা, যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া অন্যের পরিচয়পত্র ধারণ/বাহন করা এবং সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্তে অননুমোদিত বা বেআইনি প্রবেশ করা দন্ডনীয় অপরাধ;
- কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত বিকৃত/বিনষ্ট করা, পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রমে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া দায়িত্বে অবহেলা করা এবং অননুমোদিতভাবে সংরক্ষি তথ্য-উপাত্তের তথ্য কারো কাছে প্রকাশ করা দন্ডনীয় অপরাধ।

জাতীয় পরিচয়পত্র ও স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রঃ

জাতীয় পরিচয়পত্র (National ID Card) নাগরিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ের তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ ডকুমেন্ট। ইহা নাগরিকের পরিচয়, অধিকার ও সেবা লাভের প্রমানপত্র। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত পরিচয়পত্র বাংলাদেশি নাগরিকগণের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচ্য। পক্ষান্তরে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র নাগরিকের পরিচয়বাহী আধুনিক, পরিশীলিত ও ডিজিটাল সুবিধা সমৃদ্ধ ডকুমেন্ট। বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটি তৈরি করা হয়েছে। স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র একটি বহনযোগ্য ডকুমেন্ট নাগরিকগণের পরিচয়ের নিশ্চয়তা প্রদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সেবা-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

বাংলাদেশের প্রকৃতি, জাতীয় প্রতীক ও প্রতিকৃতিসমূহকে সন্নিবেশিত করে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের অবয়ব তৈরি করা হয়। ডিজাইনে প্রাধান্য পেয়েছে লাল সবুজের পতাকা, জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও চা পাতা। এ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধকালীন ও বর্তমান জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কোট ডি আর্মস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যবহৃত "প্রতীক ও প্রতিকৃতি" সৌন্দর্য ও জাতীয় চেতনার প্রতিফলন। স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের সামনের অংশ এবং পিছনের অংশের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

সামনের অংশে বিদ্যমান নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সমূহ	পিছনের অংশে বিদ্যমান নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য	হলোগ্রাম এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য
1. Rainbow Print 2. Micro line 3. Deliberated Error 4. Negative Micro text 5. Positive Micro text 6. Weakening Pattern 7. Printing Relief 8. Guilloches 9. Numismatic Background 10. CLI Text and photograph 11. Govt. emblem under UV light 12. Hologram 13. DOVD 14. Tactile laser engraving	1. 2d Barcode 2. Rainbow Print 3. Negative Micro text 4. OVI Magenta to green 5. Printing Relief 6. Guilloches Print in rainbow Print 7. Hidden Micro text 8. Numismatic Background 9. Ghost Image 10. UV light	1. Flip Flop effect with masked nonlinear grid features for better visibility in wide range of view old and new flag of Bangladesh. 2. Monographic image of Emblem of the Government of the People's Republic of Bangladesh. 3. Linear kinetic effect 4. Nano text 5. Color Kinetic effect 6. Rotation kinetic effect 7. Lens effect 8. Achromatic element pseudo convex 3D effect 9. Lens effect 10. Positive Negative effect with non-liner grid features for better visibility 11. Black (non- diffractive) 40 microns micro text on pearl emboss effect.

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের বৈশিষ্ট্যঃ

- কার্ড তৈরিতে শতভাগ পলিকার্বনেট উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে যা বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট এবং টেকসই
- এটি পানি, আর্দ্রতা, কেমিক্যাল ও ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রতিরোধী
- তিন শ্রেণিতে পঁচিশটি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে
- লেজার খোদাই (Engrave) করে ব্যক্তিগত তথ্য ছাপানো হয়েছে যা পরিবর্তন সম্ভব নয়
- ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বচ্ছ (Transparent) হলোগ্রাম সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি
- স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রে নাদরিকের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী দৃশ্যমান হবে। দৃশ্যমান তথ্য সহ বাকী সকল তথ্য-উপাত্ত ও বায়োমেট্রিকস মেমরি চিপ এ সংরক্ষিত রয়েছে। মেমরি চিপে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বিবিধ অ্যাপ্লিকেশন সংযোজন ও ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।
- স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যাদি মেশিনে (চিপ/গজত/বারকোড রিডার/ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার) পাঠযোগ্য
- জাতীয় পরিচয়ের ডাটাবেইজ ও স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রত্যায়নকারী কর্তৃপক্ষ হতে সনদ প্রাপ্ত
- International Civil Aviation Organization (ICAO) এর চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে ডাটা সন্নিবেশ করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে ট্রাভেল ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব
- নুতন জাতীয় পরিচয়পত্রে পূর্বেও পরিচিতি নম্বরের পরিবর্তে ১০ ডিজিটের আইডি নম্বর সৃজন করা হয়েছে। নতুন নম্বরটি ইলেক্ট্রনিক দৈবচয়নের (random) ভিত্তিতে নির্ধারিত

Pay Fixation of the govt. employees;

- Verification actual pensioners and disbursing pensions;
- Registration / re-registration of e-TINs;
- Issuance of passports;
- Hajj registration;
- For tracking unauthorized and dubious transactions
- Performing e-KYC (electronically know Your Customer);
- SIM Registration through biometrics verification;
- For crime investigations and identification of unknown dead body;
- Identifying the appropriate beneficiaries for social safety net program;
- Driving license application and renewal;
- Application for Job;
- Trading fixed assets;
- Applying for bank loan;
- Government subsidies, aid, assistance collection;
- Enrolment in educational institutes;
- Business Identification Number (BIN)application;
- Opening BO account;
- Applying for Trade License;
- Verification of the Candidates' information in National Parliament and Local Government Elections;
- Encashment of Remittance;
- Insurance applications;
- Providing assistance to NEA BUS services by regular synchronization with NID datacenter;
- Marriage & divorce registration;
- Connection of gas, water and Electricity;
- e-Ticketing;
- Land phone and mobile connections;
- Secured Web login;
- Voter identification during elections conducted through EVM and so on.

সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১৮৪,৮৮,৭৫,৬২৭.১০ টাকা রাজস্ব আয় সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে। রাজস্ব আয়ের খাত ভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপঃ

ক্রম	সেবার নাম	রাজস্ব আয় (টাকা)
১	পরিচয়পত্র সেবার ফী (সংশোধন, হারানো ইত্যাদি)	৩৬,৯৫,৭৭,৫৯৯.০০
২	চুক্তি সম্পাদন ফী	১৪,০৫,১৮,১০৬.০০,
৩	পরিচিতি যাচাই ফী	১৩৩,৮৭,৭৯,৯২২.১০
	সর্বমোট	১৮৪,৮৮,৭৫,৬২৭.১০

অনলাইন জাতীয় পরিচিতি সেবাঃ

ইতোপূর্বে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কার্যালয় হতে পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হতো। বর্তমানে দেশব্যাপী উপজেলা/থানা পর্যায়ে কার্যালায়সমূহে বিকেন্দ্রীকরণ করে নাগরিকদের হাতের মুঠোয় এনআইডি সেবা পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এনআইডি সংক্রান্ত সকল সেবা নাগরিকগণকে ইতোপূর্বে স্বশরীরে নির্বাচন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে আবেদন করার ভিত্তিতে প্রদান করা হতো, করোনাকালীন দূর্যোগের সময়ে সফটওয়্যার আপগ্রেড করতঃ অনলাইনে সকল সেবা (শুধুমাত্র বায়োমেট্রিক ব্যতীত) প্রদান করা হচ্ছে। এনআইডি উইং কর্তৃক গৃহীত যুগান্তকারী এ পদক্ষেপ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে অভাবনীয় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ১৩ জানুয়ারি ২০২০ সাল পর্যন্ত অনলাইনে এনআইডি সেবা নিয়েছেন এমন নাগরিকের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

- এনআইডি অনলাইন সার্ভিস গ্রহণের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রেশন করেছেন প্রায় ৫৭.৭৩ লাখ নাগরিক;
- এনআইডি উইং এর ইন্টারনেট লিংকে (https://services.nidw.gov.bd) অনলাইনের মাধমে নিজ এনআইডি নম্বর জানা ছাড়াও অনলাইন কপি পাচ্ছেন নাগরিকরা। এই এনআইডি দেখতে হুবহু লেমিনেটিং করা এনআইডির মতো। এটি ডাউনলোডের পর প্রিন্ট করে কেবল লেমিনেটিং নিজে থেকে করে নিলেই হয়। উক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এনআইডি ডাউনলোড করেছেন ৩৮.১৪ লাখ নাগরিক। ফলশ্রুতিতে সরকারের পায় ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে;
- হারানো/নষ্ট হওয়ার কারণে এনআইডি উত্তোণর করেছে প্রায় ১.১০ লাখ;
- আবেদনকারী ঘরে বসেই সংশ্লিষ্ট কাজগাদি/প্রমাণাদির ভিত্তিতে তার এনআইডি কার্ড সংশোধনের আবেদন করতে সক্ষম হচ্ছে এবং আবেদন কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটিও ট্রাকিং করতে পারছে। এছাড়াও এনআইডি সংশোধনের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোতিদ হওয়ার পর সংশোধিত কার্ডটি অনলাইনে ডাউনলোড করার মাধ্যমে নিজেই প্রিন্ট করতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে উক্ত সেবা পেতে তাকে স্বশরীরে অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না এবং কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর শরণাপন্ন হতে হচ্ছেনা। উল্লেখ্য অনলাইনে উক্তরূপ জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন আবেদন পড়েছে প্রায় ২.৯৬ লাখ;
- নতুন ভোটারের জন্য নিবন্ধন করেছেন প্রায় ৩.৩৬ লাখ নাগরিক;
- ১০৫ নম্বরে এসএমএস পাঠানোর মাধ্যমে নিজ এনআইডি নম্বরও জানা যাচ্ছে;
- করোনা প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্থদেরকে ঈদ-উল-ফিতর এর পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে মোবাইল এক্যাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য সঠিক ব্যক্তির নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫০ লাখ ব্যক্তির এনআইডি ও জন্ম তারিখ যাচাইকরণের ক্ষেত্রে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থা(বিকাশ, নগদ, রকেট এবং সিউরক্যাশ) সমূহকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ৭.৪৬ লাখ ভুয়া ত্রান গ্রহীতা সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে। যার ফলে সরকারের প্রায় ৩৫৬ কোটি সাশ্রয় হয়েছে;

এছাড়াও দেশের বাইরে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণকে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুযায়ী নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।



Electoral Practices in Pandemic

Kbd M Alamgir Hossain

"Voting is a right and taking part in the government of his country is the cornerstone of democracy" Article 21(3) of the Universal Declaration of Human Rights. Our election commission is nurturing democracy of Bangladesh through conducting periodic or regular elections. Health and safety concerns remain as dominant factor in deciding whether or not elections should be conducted during the pandemic. As International IDEA's Global Overview on the impact of COVID-19 on elections shows, two in three countries scheduled to hold elections in 2020 have decided to postpone them. Among more than 50 countries that have gone ahead to hold elections during the pandemic, nine of them are in Asia like Bangladesh. Bangladesh reported its first corona virus cases on March 8 and the disease had since sickened more than 13,000 people and killed 206. But as tensions over the outbreak began to mount, the EC hurriedly held the by-polls to Dhaka-10, Gaibandha-3 and Bagerhat-4 on March 21 despite being warned by the DGHS about the risks of spreading the pathogen further in the process.

Underlining that the constitution necessitated the elections to fill vacant parliamentary seats within 180 days, where Parliamentary by-elections of Bogura-1 and Jashore-6 constituencies, Bangladesh 14 July 2020 takes places. Not only that , BEC has recently conducted a several kind of local general and by-elections as per proper directives. Meanwhile EC has circulated a notification that upcoming pouroshova elections would be held in pandemic situations. it proves that BEC is respectful towards regular elections and committed to establishing civic rights. Truely the elections have been peaceful with good turnout. Negative campaign had taken place against the use of EVM with plea that touching a machine by figure would help spread the Corona virus among the voters. It had caused poor turnout in the elections of this constituency. BEC set Standard of Operations for the election conducting officials conducive in a pandemic situation.

The BEC has conducted the elections of Bogura-1 & Jashore-6 constituencies on 14 July 2020 at the end of expiry of postponing period though COVID 19 situation was still prevailing. The BEC, however had taken extra precautionary measures for voters, polling staff, polling agents and members of law enforcing agencies such as:- a) disinfecting polling booths before starting polls; b) polling personnel wear hand gloves and face masks while issuing ballot papers; c) voters maintain safe distance while casting votes; d) arrangement of hand sanitizer for voters before entering the polling booths; e) maintaining distances of minimum one meter in the queue and in the polling booths; f) deployment of additional staff for managing voter queues; g) checking of voters' body temperature on entry to the polling station; h) instructional posters regarding awareness of COVID-19 outside of polling booths;

i) distribution of ballot papers in the morning, so that polling staff needed not to stay in the poll center at night; j) polling staff and agents to wear protective equipment; and k) Constrained campaigning of the candidates with no rally and mass gatherings though the contestants had promised to campaign for the elections carefully and to avoid public gatherings.The voter turnout has been 63% and 45% respectively of Jashore-6 and Bogura-1 by-elections. First wave of municipal elections by EVM,

residents in 25 municipalities across Bangladesh has gone to the polls on 28 December 2020 Monday to cast their ballots in the first phase of the country's municipal elections amid corona virus pandemic. Electronic voting machines (EVM) were being not only used in the Dhaka polls but also were in the first phase of municipals as a protective measure to pin an effort to stop the spread of the virus. Hand sanitizers and facemasks had been arranged for the election officers. Queues' of voters were disciplinary ways health securities were restored significantly. Apparently COVID-19 pandemic has made life and living difficult. But BEC does not like to compromise to conducting elections with whatever antagonistic situation may come. It is pledged bound to let people exercise right of choosing their representatives through ballot. The BEC is careful so that none can exploit the situation for remaining in power beyond the set time as a pretext of COVID-19. Hopefully, holding elections at this time would widen citizens' breathing space. Even, Running elections are going on well and good in these pandemic situations. All kinds of preparations have been taken for the polls. The environment and situation in the voting areas are good. Law-enforcement agencies are working on the ground. No complaints have been registered. All arrangements have been made for voting using EVMs paralleling taking effective steps against corona virus like South Korea. . Bangladesh, Mongolia, Malaysia, Japan, Singapore, and South Korea prove that COVID-19 elections are possible, but difficult.

The good news is that 11 months into this pandemic, most elections have been peaceful with good turnout. BEC set standard of operations for the election conducting officials conducive in a pandemic situation. We are now in a much better position to distill trends, identify lessons, spot remaining challenges and develop policy recommendations.



জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব, প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচনে ইভিএম

কর্ণেল মোঃ কামালউদ্দিন পিএসসি

সময়ের পরিক্রমায় সমগ্র বাঙ্গালীজাতি এ বছর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী-২০২০ উদযাপন করছে। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই"। তাঁর এই উদাত্ত আহবানের মধ্যে লুকিয়ে আছে, আজকের ভোটার দিবসের প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচনে ইভিএম ভোটিং পদ্ধতির প্রচলনের গুরুত্ব। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন কালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য 'বয়স যদি আঠারো হয়, ভোটার হতে দেরি নয়' নির্ধারণ করা হয়েছে। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সদা জাগরুক এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ, যা বাঙ্গালী জাতির মহানায়ক, স্বপ্নদ্রষ্টা মহান নেতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এর ভাষণে সুপ্ত হয়ে আছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২১ ও ১২২ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশী নাগরিকদের এই অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমেই সাম্যের ভিত্তিতে সঠিক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করতে এবং প্রতিটি ভোটারের প্রাণের দাবী "আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাঁকে দেব" - ডিজিটাল প্রযুক্তির এই যুগে সময়োচিত ইভিএম ভোটিং পদ্ধতি প্রচলন করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জনগণের সার্বিক ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে তা বাস্তবায়ন করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত।ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ১০ ও ১১ ধারা এবং ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি নির্ভুল ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। একটি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন করার জন্য ২০০৭ সাল থেকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোটারদের ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে ২০০৮ সালে প্রথমবারের মত ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। নিবন্ধনকৃত ভোটারগণের তথ্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একটি ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হয়, যা প্রতিবছর নির্ধারিত পদ্ধতিতে হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। এ ডাটাবেজে বর্তমানে প্রায় ১০ কোটি ৯৬ লক্ষ ভোটারের তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। শুরুতে ভোটার তালিকার "বাই-প্রোডাক্ট" হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হলেও সময়ের বিবর্তনে নাগরিকগণ এখন জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েই ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হচ্ছেন।

জাতীয় ভোটার দিবসের প্রেক্ষাপটঃ

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে দিবসটি পালন করা হয়। সার্কভূক্ত দেশসমূহের নির্বাচনি সংস্থা Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA)-এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে ভোটার দিবস পালনের অঙ্গীকার থাকা এবং বাংলাদেশ FEMBoSA-এর উদ্যোক্তা সদস্য দেশ হওয়ায় জাতীয়ভাবে ভোটার দিবস উদযাপনের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এ বছর তৃতীয়বারের মত যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয়ভাবে দিবসটি দেশব্যাপী উদযাপন করতে যাচ্ছে।

২০২১ সালের ভোটার দিবস পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সকল যোগ্য নাগরিকগণের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব বাংলাদেশের নাগরিক যারা ভোটার তালিকার আইন ও বিধি অনুযায়ী ভোটার হওয়ার যোগ্য তাদেরকেই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই নির্ভুল ভোটার তালিকা দিয়েই নির্বাচন পরিচালনা করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ভোটার হওয়া একজন নাগরিকের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পথকে সুগম করে। এ জন্য দেশে বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিবন্ধনে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সদা সচেষ্ট। নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বর্তমানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দুটো পদ্ধতিতে নির্বাচন পরিচালনা করছে। একটি কাগজের ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে এবং অপরটি হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের (EVM) মাধ্যমে। উভয় পদ্ধতিতে নির্ভুল ভোটার তালিকা একটি অপরিহার্য উপাদান। ভোটার হওয়া, ভোট দেয়া ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষা এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালনে জাতীয় ভোটার দিবস একটি অন্যতম প্লাটফরম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভোটার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদিঃ

সকল উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসার রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসে গিয়ে ভোটার হতে হলে ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য নিবন্ধন ফরম-২ ও ফরম-১১ যথাযথভাবে পূরণ করে সংশিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। একই সাথে জাতীয়তা বা নাগরিকত্বের সনদপত্র, জন্ম সনদপত্র, সনাক্তকারীর পরিচিতি নম্বর (পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্বামী/স্ত্রী কিংবা সন্তান), ইউটিলিটি বিল, শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

'বয়স যদি আঠারো হয় ভোটার হতে দেরি নয়'- জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্যঃ

এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'বয়স যদি আঠারো হয় ভোটার হতে দেরি নয়'। ভোটার হওয়া ও ভোট প্রদানের অধিকার প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের (EVM)এর মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে ভোটারকে আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে সঠিক ভোটার শনাক্তকরণ করা হয় এবং ভোটারগণ তাদের ভোটাধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগে অনুঘটকের কাজ করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২১ ও ১২২ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের এই অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে। সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছেঃ

"১২১ । সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকার একটি করিয়া ভোটার-তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাইবেনা।

১২২। (১) প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। (২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতি ঘোষিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছেঃ "১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

গণতন্ত্র উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ভোটার হওয়া ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। কাজেই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্যটি বাংলাদেশের মহান সংবিধান প্রদত্ত সরকার পরিচালনার জন্য জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারকে সমুন্নত করার লক্ষ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভোটার হওয়ার যোগ্যতাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের ভোটার হওয়ার যোগ্যতার বিষয়ে উলেখ রয়েছে যার প্রতিফলন ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এ ঘটেছে। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ৭ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি ভোটার হওয়ার যোগ্য হবেন যিনি:

(ক) বাংলাদেশের একজন নাগরিক ;

(খ) আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক নন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত নন;

(ঘ) সংশিষ্ট ভোটার এলাকার অধিবাসী বা অধিবাসী বলে গণ্য;

(ঙ) Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) এর অধীন কোন অপরাধে দণ্ডিত না হয়ে থাকেন; এবং

(চ) International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of1973)-এর অধীন কোন অপরাধে দণ্ডিত না হয়ে থাকেন।

প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ওয়ান-স্টপ সার্ভিসঃ

দেশের সকল উপজেলা/থানা নির্বাচন কার্যালয়ে প্রবাসী নাগরিকদের নিবন্ধনের জন্য বিশেষ ডেস্ক চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রবাসী নাগরিকগণ যেন দেশে এসে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পরিচয় নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র পেতে পারেন, সে লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। প্রবাসী নাগরিকদের প্রবাসেই নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার অংশ হিসেবে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাজ্যে অনলাইন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ চলমান রয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের ভোটার হওয়ার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানঃ

ভোটার হওয়ার যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য স্থানীয় থানা বা উপজেলা নির্বাচন অফিসে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত সেবা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণঃ

প্রত্যেক যোগ্য নাগরিক যেন পরিচয় নিবন্ধন করেন, ভোটার তালিকাভুক্ত হন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। যুগপোযোগী নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে তোলা, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ভোটগ্রহণ ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ধারাবাহিক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের নতুন সংযোজন বায়োমেট্রিক ফিচার সম্বলিত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)। উন্নত ও ব্যবহার বান্ধব প্রযুক্তির ইভিএম ব্যবহার প্রক্রিয়া সহজসাধ্য হওয়ায় ভোটারদের ভোট প্রদান সহজ হয়েছে। এক জনের ভোট অন্য জন দেয়া, আগের রাতে ভোট দেয়া, ভোট কেন্দ্র দখল করে ভোট দেয়া, ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই, অবৈধ ভোট প্রদান ইত্যাদি প্রতিরোধ করে ভোটের অধিকার রক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখছে ইভিএম। প্রত্যেকটি কেন্দ্র ও বুথ অনুযায়ী পৃথক মেশিন কাস্টমাইজেশন করা, ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা, নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে মেশিন চালুর সুযোগ না থাকায় এ মেশিনের মাধ্যমে ভোট দান বা গ্রহণের ক্ষেত্রে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এ ছাড়াও ইভিএম এর মাধ্যমে শুন্য ভোটিং, স্বয়ংক্রিয় ফলাফল মুদ্রণ ও ঘোষণা এবং মেশিন ব্যবহারের লগ সংরক্ষিত থাকায় ভোট গ্রহণ ও প্রদানে যে কোন ধরনের জালিয়াতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নাগরিকগণ জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ গড়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। নাগরিকদের ভোটাধিকার রক্ষা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইভিএম প্রচলন, বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনগণের নিকট তুলে ধরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিনই হচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস।

কারা ভোট দিতে পারবেন ঃ

সংশিষ্ট ভোট কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় যাদের নাম থাকবে। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ধারা ৮ অনুসারে সংশিষ্ট ভোটার এলাকার ভোটারগণ সেই এলাকার প্রার্থীগণকে ভোট দিতে পারবেন।

কারা ভোট দিতে পারবেন না ঃ

ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করবেন। কাজেই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ভোটার তালিকায় যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না।

জাতীয় জীবনে ভোটার নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, পরিচিতি সেবা এবং তদসংশিষ্ট কার্যক্রমের প্রভাবঃ

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন তথ্যভান্ডার সরকারের সু-শাসন, ই-শাসন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের সেবা দানের স্বার্থে অন-লাইন অভিগম্যতা (accessibility) কাজে লাগিয়ে সঠিক ব্যক্তির সঠিক সেবা নিশ্চিতকরণও সঠিক উপকারভোগীকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে দুর্নীতি রোধের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের তথ্যভান্ডার মূল নিয়ামক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের ব্যক্তিগত তথ্যপ্রদান নির্বাচন কমিশনের প্রতি সর্বসাধারণের অবিচল আস্থার প্রতিফলন। নাগরিকদের আস্থার প্রতি সম্মান রেখে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ব্যক্তিগত তথ্যের সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে তথ্যভান্ডার হতে নির্ধারিত তথ্যসমূহ যাচাই সেবা প্রদান করে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বর্তমানে ১৪১টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সমঝোতা স্মারক এর মাধ্যমে ডেটাবেইজ হতে নাগরিকদের পরিচিতি যাচাইের জন্য অন-লাইন অভিগম্যতার (accessibility) সুযোগ প্রদান করে। এসকল প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজ থেকে e-KYC, বেতন নির্ধারণ, টিআইএন প্রাপ্তি, পেনশন প্রাপ্তি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় সরকারি ভর্তুকি প্রাপ্তি ও অন্যান্য সেবাগ্রহণ করছে।

জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমেই সঠিক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার হতে আঙ্গুলের ছাপ যাচাইয়ের মাধ্যমে অজ্ঞাতনামা লাশের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চিহ্নিতকরণ, দুর্নীতি রোধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।এ ছাড়াও মোবাইল সিম নিবন্ধন, ব্যাংক হিসাব খোলা, ঋণ প্রাপ্তি, সরকার টু ব্যক্তি (G2P) পদ্ধতিতে সরাসরি সুবিধাভোগী ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর কার্যক্রমের আওতায় সঠিক সুবিধা ভোগী চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে। সরকারের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সকল যোগ্য নাগরিকেরই উচিত স্ব-উদ্যোগে সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হওয়া,জাতীয় পরিচয় পত্র গ্রহণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে অনন্য ভূমিকা রাখা।

যুগোপযোগী, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ভোটিং সিস্টেম প্রচলন এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বদ্ধ পরিকর। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নতুন সংযোজন বায়োমেট্রিক ফিচার সম্বলিত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) মাধ্যমে ভোট গ্রহণ। ইভিএম প্রচলনের ফলে এক জনের ভোট অন্য জন দেয়া, আগের রাতে ভোট দেয়া, ভোট কেন্দ্র দখল করে ভোট দেয়া, ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই, অবৈধ ভোট প্রদানসহ বিভিন্ন অনৈতিক কার্যক্রম প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক সম্বলিত ডাটাবেজ, নির্ভুল ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র অনন্য ভূমিকা রাখছে।

নির্বাচনে ইভিএম

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোট প্রয়োগে মেশিন বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি অণুসৃত হয় বলে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম নামে পরিচিত। এর অন্য নাম ই-ভোটিং।এতে একটি মেশিনে প্রায় চার হাজারটি পর্যন্ত ভোট দেয়া যায়। সর্বোচ্চ ৬৪ জন প্রার্থীর তালিকা থাকে। বাটন চাপ দিয়ে অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তিও ভোট দিতে পারে। একটি ভোট দিতে আনুমানিক ১৪ সেকেন্ড সময় লাগে।একজন ভোটারের কোনভাবেই একটির বেশি ভোট দেয়ার সুযোগ থাকে না। সাধারণ ব্যালট ভোটের মতো কেন্দ্রেও সংশিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে পোলিং এজেন্টরা, নেতাকর্মীরাসহ পর্যবেক্ষকরাতো থাকবেই। মেশিনটিতে একটি পূর্ব-প্রোগ্রামিং করা মাইক্রোচিপ থাকে যা প্রতিটি ভোটের ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে হিসেব করে প্রদর্শন করে।

এতে ব্যালট কাগজে সিল মারার পরিবর্তে ভোটার পছন্দের প্রতীকের পাশের সুইচ টিপে ভোট দিতে পারেন। প্রতিটি বুথে একটি ইভিএমের প্রয়োজন পড়ে। এটি কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করা থাকে। ইউনিটগুলো নিম্নরূপ-

১. ব্যালট ইউনিট: ব্যালট ইউনিটটি থাকে বুথের ভেতর। এর মাধ্যমে ভোটার তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেন।

২. কন্ট্রোল ইউনিট: কন্ট্রোল ইউনিট থাকে সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারের সামনের টেবিলে।

৩. ডিসপ্লে ইউনিট: ইভিএমের সঙ্গে একটি বড় ডিসপ্লে ইউনিট রাখা হয়েছে, যা এমন স্থানে রাখা হয় যাতে বুথের ভেতর ভোট-সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

৪. ব্যাটারি ইউনিট: এই মেশিন চালাতে দরকার হয় ১২ ভোল্টের একটি ব্যাটারি। ব্যাটারিতে মেশিনটি সারাদিন চলতে পারে ফলে বাড়তি কোন বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না।

৫. স্মার্ট কার্ড ও মাস্টার কার্ড: একটি ভোটিং মেশিন পরিচালনা করার জন্য সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারকে একটি করে স্মার্ট কার্ড-ভিত্তিক আইডি কার্ড দেওয়া হয়, যে কার্ডটি ছাড়া কন্ট্রোল ইউনিট পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। ইউনিটগুলো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থাকলেও তারের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসাবে এর প্রধান দায়িত্ব হলো স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংসদীয় এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজন করা। সুমহান এই দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচন কমিশন ২০১৭ সালে আধুনিক ইভিএম প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এবং এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, নির্ভরযোগ্য এবং মেশিনদ্বারা পাঠযোগ্য করে। ২০০৯ সালে ইভিএম প্রযুক্তি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় এবং ধারাবাহিকভাবে এর উন্নতকরণের মাধ্যমে ইভিএমের বর্তমানরূপ (ভার্সন) পরিগ্রহণ করে। ২০১৭ সালে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে একটি কেন্দ্রে ইভিএম প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভোট প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এই সফলতার সূত্রধরে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। এগুলো হলো গাজীপুর, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন। সবগুলো সিটি কর্পোরেশনে সুফল পাওয়ায় এবং উত্তরোত্তর ইভিএম প্রযুক্তির আপগ্রেডেশন হওয়ায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬টি কেন্দ্রে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ইভিএম ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ২০১৮ সালের ১নং অধ্যাদেশের দ্বারা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এ অনুচ্ছেদ ২৬এ, ২৬বি, ২৬সি ও ২৬ ডি সংযোজনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইভিএম প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। ইভিএম প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ ধরণের নির্বাচনে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এবং নির্বিঘ্নে সফলতার সাথে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১২২টি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইভিএম পদ্ধতি চালু রয়েছে। এই পদ্ধতি প্রথম চালু হয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ সালে। এর ৪ বছরের মধ্যেই ৭টি রাজ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এ পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

আইনগতভাবে আমেরিকা, ভারত, ফিলিপাইন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, ফ্রান্স, জাপান, কাজাখস্তান, পেরু, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভেনিজুয়েলায় চালু রয়েছে ইভিএম প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোট গ্রহণ পদ্ধতি। এছাড়া আর্জেন্টিনা, ইতালি, মেক্সিকো, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বেশকিছু দেশে এখনো এই ব্যবস্থা নিয়ে চলছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, ত্রুটিমুক্ত ভোটার-তালিকা যে কোন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অন্তর্ভুক্তিমূলক ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথসুগম করতে পারে। প্রত্যেক যোগ্য নাগরিক যদি সঠিক, নির্ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হন তবে তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। নির্দিষ্ট বয়সী দেশের সকল জনগোষ্ঠী এ কার্যক্রমের সুবিধাভোগী। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের সাথে এ কার্যক্রম সরাসরি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মিশন হলো সকল যোগ্য নাগরিকদের ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া। একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা করা।

সরকারের সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিচালনায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে মর্মে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উলেখ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগসমূহ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ কারন নির্বাচন কমিশন তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোটার নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও ভোটগ্রহণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নাগরিককে বৈধ পরিচয়পত্র প্রদানের পাশাপাশি জন্মনিবন্ধন সরবরাহ করা হবে মর্মে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ

(এসডিজি'র) ১৬.৯ নং লক্ষ্যমাত্রায় উলেখ করা হয়েছে। সে বিবেচনায় ভোটার দিবস টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি'র) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অর্জনে সহায়ক হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (SDG) টার্গেট সমূহের মধ্যে ১৬.৯ কো-লীড এবং ১৬.৬ ও ১৬.৭ অ্যাসোসিয়েট ভূমিকা হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ। আইডিইএ (IDEA) এবং ইভিএম (EVM) প্রকল্প দু'টির কার্যক্রমের সাথে ভোটার দিবসটি অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। প্রকল্প দুটি সরকারের সার্বিক উচ্চতর লক্ষ্য বা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করবে। ভোটার দিবসের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়সহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার আরো জোরদার হবে। এ ছাড়াও ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমকে বেগবান করার মাধ্যমে ২০৩০সালের মধ্যে সকল নাগরিককে বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান সংক্রান্ত এসডিজি'র ১৬.৯ নং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

ভোটার দিবসের মাধ্যমে ভোটার তালিকা, ভোটার নিবন্ধন ও পরিচিতি সেবা সম্পর্কিত তথ্যাদি ব্যাপক সংখ্যক নাগরিকের মধ্যে প্রচার করা হলে নাগরিকসেবা জনগইের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সহজতর হবে। এর ফলে কমিশনের সকল কার্যালয়ে সরকারের সুশাসন, ই-গভর্নেন্স, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক সুবিধাভোগী সনাক্তকরণের মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী, সরকারি সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রনোদনা সৃষ্টি হবে। ভোটার দিবসের এ কর্মসূচী, এই উদ্যোগ সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার হতে উৎসাহিত করা, ভোটাধিকার প্রয়োগ ও দেশগড়ায় অংশগ্রহণ এ বছরের জাতীয় ভোটার দিবসের মূল আহবান। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তার অনমনীয় ভূমিকা পালনে জনসম্পৃক্ততা সৃষ্ঠির ক্ষেত্রে 'বয়স যদি আঠারো হয়, ভোটার হতে দেরি নয়' প্রতিপাদ্য বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর অঙ্গীকার পূরণে জাতীয় ভোটার দিবস-২০২১ অসামান্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

রেফারেন্সঃ

০১। পরিপত্র, নং১৭.০০.০০০০.০২৬.৩২.০১৫.২০-৬৪ তারিখ ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

০২। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মাচের ভাষন বহুমাত্রিক বিশ্লেষন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০

০৩। বাংলাদেশ সংবিধান

০৪। ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন ২০২১

০৫। ভোটার তালিকা আইন ২০০৯

০৬। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন ২০১০

What is Electoral Roll and Why I'll be a Voter ?

Md. Bulbul Ahammad

The electoral roll (also called and electoral register, voters roll or poll book) is a list of persons who are eligible to cast their vote for any election in a particular voter area or electoral area and who are registered to vote. An electoral roll has a number of functions, especially to streamline voting on election day. Voter list also used to combat with electoral fraud by enabling authorities to verify any suspected applicant's identity and entitlement to vote, and to ensure a person doesn't vote multiple times. In jurisdiction where voting is compulsory, it is used to indicate who has failed to vote. Most jurisdictions maintain permanent electoral rolls while some jurisdictions compile new electoral rolls before each election. Before 2007 Bangladesh also compile it's electoral rolls before every parliament election and that was used for every election (local bodies and bi-election) in the country. Our neighbor, biggest democratic country India till now prepare voter list before parliament election. But after preparing a dynamic and leak-proof electoral rolls with photographs in 2007, Bangladesh maintaining a permanent electoral roll and built a world class National Database of voters with various biometrics.

Electoral rolls, under various names, are used in, for example, the United States, United Kingdom, Australia and New Zealand, but not all jurisdictions require voter registration as a prerequisite for voting, such as in the state of North Dakota in the United States. Most jurisdictions close updating of electoral rolls some period, commonly 14 or 28 days, before an election, but some American jurisdictions allow registration at the same time as attending a polling station to vote and Australia closes the rolls 7 days after an election is called, rather than with reference to election day. Bangladesh update it's permanent electoral roll in every end of the calendar by sending enumerators to every door of the country. Bangladesh Election Commission update it's electoral rolls or voter list and glorious National Database by enrolling data and biometrics of fresher and deduct the name of dead voters. Enlistment of fresher, deduction of dead voter, correction of voter's information and migration of their address are continuous job of every election office of the country. But Bangladesh Election Commission arrange a special program for it's voter list update in every year and publish a draft voter list for fresher in January of next year. Every fresher can visit this draft voter list in local Election office, concern local government office and EC's website. The fresher have the opportunity to revised their any information. This draft voter list will be final on the day of 2nd March and the country is observed the 02 March as a "Voter Day".

But the question may raise is the mind of our next generation, Why I'll be a voter?

To express your choice or opinion, especially by officially writing a mark on a paper or by raising hand or speaking in a meeting is called vote.—define by Cambridge Dictionary.

Vote is to express and opinion.—Lucia Mouat.

Overall we can concise, vote is a formal expression of opinion or choice made by an eligible or selected individual or body of individuals.

Voter means a person or individual who votes or who has a legal right to vote, especially to exercise in election or political franchise. Voting is as expression of one's judgment on a matter or right to choose any alternative. A voter is an elector who can elect any person or matter from two or more options.

Universal suffrages gives the right to vote to all adult citizens, regardless of wealth, income, gender, social status, race, ethnicity, or any other restriction, subject only to relativity minor exceptions. Universal suffrage was understood to mean only universal manhood suffrage, the vote was extended to women later, during the women's suffrage movement. There are variations among countries in terms of specifies of the right to vote; the minimum age is usually between 18 and 25 years and "the insane, certain classes of convicted criminals and those punished for certain electoral offenses" sometimes lack of the right to vote. In most countries, universal adult suffrage followed about a generation after universal male franchise. Notable exceptions in Europe were France, where women could not vote until 1944, Greece (1952) and Switzerland (1971). In all modern democracies, the number of people who could not vote has increased progressively with time. In the 19th century in Europe, Great Britain and North America there were movements advocating" Universal(Male) Suffrage".

This is New Zealand who was the first country to allow women to (in 1893), while Saudi Arabia granted women's right to vote in 2011. The United State began women's right to vote in 1920, the Great Britain (in 1928), India (in 1919), Pakistan (in 1947), Bangladesh (in 1972).

Voting or suffrage is a right of citizen which acquire by movement. Somewhere by sacrifice of lives in the world. When one talk about democracy, they typically emphasize the importance of the right to vote. There is no other best method of rule except democracy throughout the world. Off course there are lot of feature or right in democracy but voting right is compulsory for democracy. There are no instant in the world, where citizen have right of voting or taking part in electoral process, without enlisting in concern voter list.

So the answer is very simple, if any citizen of the country want to exercise their voting right, he/she must be a voter. In many jurisdiction none can take part in electoral process or be a contesting candidate in respected electoral area. In Bangladesh if anyone want to exercise one's franchise or to take part in parliament/local body's election, he/she first have to register as a voter. Moreover Bangladesh Election Commission provide a National Identification (NID) card (also called Smart Card) to all registered voter of the country, and preserve voter's information in National Database. Government of Bangladesh has decided to issue a National Identification (NID) card to all it's citizen. The government decide, the people of the country (from new born baby to all citizen) will get National Identification (NID) card after completion of registration with Bangladesh Election Commission. All registered citizen will get NID card but when one will be 18 years old, they automatically enter into the voter list. The government already passed some rules to ask the citizen to show their NID to get various service, besides a lot of non-government organization, private institute also are asking NID. Though, till now, it's not legal mandatory for the citizen of Bangladesh to be a voter or have NID, but without NID card a mature people are facing difficulties to get any public service.

So, let's be a smart citizen with having a smart NID card by registering as a voter.

একজন রেজিস্ট্রেশন অফিসারের অভিজ্ঞতা ও কিছু সুপারিশ

মোঃ রাজীব আহসান

নির্বাচন কমিশনে যোগদানের পূর্বে সত্যি বলতে জানতাম না উপজেলা নির্বাচন অফিসার নামে একটা উপজেলা পর্যায়ে ১মশ্রেণির পদ আছে। প্রথম যখন শুনলাম তখন মনে হয়েছিল মিথ্যা শুনছি। ৫ বছর পর পর নির্বাচন করার জন্য সরকার এরকম একটা পদ রেখেছে তাও আবার ১ম শ্রেণির বিশ্বাস করতে সত্যিই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তখনো ভাবিনি মহান আলাহ পাক আমার রিজিক এর ব্যবস্থা এই পদেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। যাইহোক যোগদানকরেই দেখলাম ধারণা ভুল। চাকুরী জীবনে সৌভাগ্য ক্রমে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, সহকারী সচিব, সহকারীপরিচালক, এমন কি স্বল্প সময়ের জন্য জেলা নির্বাচন অফিসার ও মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদেও দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয়েছে। নির্বাচনে মাঠ পর্যায়ে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায় ও সচিবালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা থেকে জানি ৫ বছর পর পর শুধু নির্বাচন নয়, আরো অনেক কাজই করতে হয় নির্বাচন কর্মকর্তাদের। ভোটার তালিকা হালনাগাদের মতো একটা স্পর্শকাতর আর গুরুত্বপূর্ণ কাজে রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন এই পদের অন্যতম প্রধান কাজ। নবীন কর্মকর্তা হিসেবে ভোটার তালিকার কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্য বরিশালের তৎকালীন উপনির্বাচন কমিশনার (বর্তমানে এই পদটি আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা নামে পরিচিত) জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম স্যার বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজে সংযুক্ত করলেন। আমাদের কাজ ছিল ফরম সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে কিনা তা ভোটার হওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে নিশ্চিত করা। আর ভুল সংশোধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। তখন দেখলাম শিক্ষিত ব্যক্তিরাও তথ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে ফরম পূরণ করিয়ে নিজে সেটি একবারের জন্য না দেখে রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্রে এসেছেন বায়োমেট্রিক দিয়ে নিবন্ধন করার জন্য। কিছু ব্যক্তি ২০০৮ সালের ভোটার তালিকায় চাকুরি সূত্রে যে স্থানে অবস্থান করতেন সেখান থেকে বরিশাল চলে আসায় নতুন করে আবার ভোটার হতে এসেছেন। তাদের অনেক কে বুঝানোই যায় নাই নতুন করে ভোটার না হয়েও এলাকা পরিবর্তন করা যায়। কেউ কেউ দ্বিতীয় বার ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলো পরবর্তীতে AFIS ম্যাচিং-এ ধরা পরে। পরবর্তীতে এ রকম দ্বৈতভোটার ধরা পড়লে তাদের ১ম বার নিবন্ধিতস্থানে বহাল রেখে পরেরটা কর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মাননীয় কমিশন। ২০১২ সালে আমি যখন রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে নওগা জেলার ধামইরহাট উপজেলার ভোটার তালিকা হালনাগাদ করছিলাম তখন দ্বৈতভোটার রোধে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছিলাম। ভোটারকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো তিনিদ্বিতীয় বার ভোটার হতে এসেছেন কিনা। এর জবাব ঠিকমত পাওয়া যেতনা। তখন বিকল্প হিসেবে তাদের জিজ্ঞেস করা হতো এর আগে এ রকম ছবি তুলেছে কিনা। তখন মোটামুটি বুঝতো। অনেকের থাকে বয়স বাড়িয়ে ভোটার হওয়ার প্রবণতা। অনগ্রসর এলাকাগুলোয় বাল্যবিবাহের প্রবণতা থাকায় সেখানে বয়স বাড়িয়ে ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধন করার প্রচেষ্টা থাকে। নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার আগ্রাদ্বিগুণ নামক একটা ইউনিয়নে একবার এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। একটা মেয়ে বড়জোর বয়স হবে ১২-১৩ বছর, সাথে কোলে করে একটা বাচ্চা নিয়ে এসেছে। বাচ্চার বয়স ১ বছরের মতো মনে হয়েছে। অর্থাৎ যদি মেয়েটার বয়স ১৩ বছর ধরি তাহলে কমপক্ষে ১১ বছরের কাছাকাছি বয়সে তার বিয়ে হয়েছে। ভোটার যোগ্য না হওয়ায় তথ্য সংগ্রহকারী ফরমপূরণ করে নাই তাই নিবন্ধন কেন্দ্রে সরাসরি এসেছে যদি কোনভাবে ভোটার হওয়া যায়। আমি চেয়ারম্যান সাহেবের কক্ষে রয়েছি জেনে সেখানে শ্বশুরসহ এসেছে অনুরোধ করতে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন ক্লাসে পড়ার সময় বিয়ে হয়েছে? সে লজ্জায় শাড়ির আচলে মুখ ঢেকে, ঠোঁটের এক কোনে একচিলতে হাসি দিয়ে চুপ করে রইল। কোন উত্তর পেলাম না। আবার জিজ্ঞেস করলাম। এবারে কিছুটা সাহস করে মুখটা নিচু করে বলল ক্লাস ৬। বাস্তবতার চাপে পড়ে অল্প বয়সের মেয়েদের বিয়ে দেখেও না দেখার ভান করে থাকতে হয়। আমি বুঝলাম, ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধিত হলে বয়স ১৮ এটা প্রমাণ হয়ে যাবে। অনেক অল্প বয়সী ছেলেরাও আসে বয়স বাড়িয়ে ভোটার হতে। জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে নাকি চাকুরি পেতে সমস্যা হয়। আর জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে হলে ভোটার হতে হবে। তাই বয়স বাড়িয়ে ভোটার হওয়ার সুযোগ নেয়া। তখন সিনিয়র সহকর্মীদের উপদেশ অনুসারে গোফ, বুকের লোম, কত সালে পড়াশুনা শেষ করেছে, কোন ক্লাসে শেষ করেছে, এতসব প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে সঠিক উত্তর পেলে অনুমতি অন্যথায় বিদায় করে দিতাম।

ভোটার হতে আসা ব্যক্তিদের লাইনে দাড়িয়ে ফরম চেক করার একটা ঘটনা না বলে পারছিনা। ভোটার হতে আসা শিক্ষিত তরুণ/তরুণী তাদের হাতে ধরা ফরমগুলো চেক করার কথা বললাম। তারা কর্ণপাত না করে আলাপ-আলোচনায় মশগুল রইলো। কিছুক্ষণ পর লাইনে দাড়ানো একজন কে জিজ্ঞেস করলাম তার ফরমে নামসহ অন্যান্য তথ্যাদি ঠিক আছে কিনা। সে দৃঢ়তার সাথে জানালো হ্যাঁ ঠিক আছে। কিন্ত ফরমটা নিজ হাতে নিয়ে তার সার্টিফিকেটে কি নাম আছে জানতে চাইলাম। সে বলল মোঃ আব্দুল কাউছার (ছদ্মনাম)। আমি তাকে তার ফরম দেখিয়ে বললাম দেখো তো তোমার ফরমে কি লেখা? সে বিব্রত হলো। এরপর সকলকে বললাম প্রত্যেকে সার্টিফিকেটের সাথে নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্ম তারিখ মিলিয়ে ঠিক করো। আর তথ্য এন্ট্রিরপর নিজেদের তথ্য ঠিকমতো এন্ট্রি হয়েছে কিনা চেক করে নিবেন। পরবর্তীতে আর আইডি কার্ড সংশোধনের জন্য আমাদের কাছে আসা লাগবেনা। যেহেতু নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর মতো ভোটার তালিকার কাজে নিযুক্তদের বিশেষ কোনো আইন নাই। সেহেতু কাজ সঠিকভাবে আদায় করতে ও সমস্যায় পড়তে হয় অনেক ক্ষেত্রে। অনেক সময় প্রতিষ্ঠান প্রধান তাকে ছাড়তে চান না অথবা অন্য কেউ। আইনে থাকলে এই সমস্যা হতো না। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এ কাজে বাধাদান সংক্রান্ত ধারা থাকলেও নির্বাচন কর্মকর্তার সংজ্ঞাতে তথ্য সংগ্রহকারী, সুপার ভাইজার, রেজিস্ট্রেশন অফিসার, সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার অর্ন্তভূক্ত হলে এই সমস্যা কিছুটা হলেও নিরসন হতো। ২০১৯ সালে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় হালনাগাদ কার্যক্রম সম্পন্ন করি। সেখানে সঠিক ভাবে ভোটার তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় গুলোতে প্রচারণা করি। ভোটার যোগ্য ব্যক্তিগণ কে উদ্বুদ্ধ করণ ও সঠিক তথ্য প্রদানে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কুড়িগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম ও ১০ম শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও একাডেমিক সুপার ভাইজার এবং উক্ত বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকগণ। সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য বাড়ির মেয়েদের মাধ্যমে সকলকে অবহিতকরণের জন্য এই আয়োজন। সকলের স্বত:স্ফুর্ত প্রশ্ন ও উত্তর এর মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠান আরো সার্থক হয়েছে। সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ছিল শ্রদ্ধেয় রকিব হাসানের (তিন গোয়েন্দা সিরিজের অমরস্রষ্টা) "ভুত থেকে ভুতে" পদ্ধতি। তাদের বললাম, "তোমরা প্রতিজন যদি অপর একজন কে সচেতন কর, আর সে যদি অপর আরেক জন কে সচেতন করেতা হলে এক দিনেই গোটা দেশের জনগণকে সচেতন করা সম্ভব। "তারা এটি খুব ভালভাবে গ্রহণ করলো। অবশ্যই প্রচারণার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি।

একজন রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে ভোটার তালিকার কাজ করতে গিয়ে যা পেয়েছি:

জন্ম তারিখ : ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে জন্ম তারিখ একটি প্রধান অনুষঙ্গ। আমরা দেখে থাকি?

১) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা নাবালকদের বিবাহের জন্য অথবা একে বৈধতা দেয়ার জন্য বয়স বাড়িয়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এটি ধরার সুযোগ থাকে না। বর্তমানে জন্মনিবন্ধনে কড়াকড়ি আরোপ করায় এটি তুলনামূলক ভাবে কমেছে;

২) ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা না করে তথ্য প্রদান। অর্থাৎ এক জন হয়তো চাকুরিতে আবেদন করার জন্য ভূয়া জন্মতাারিখ দেখিয়ে ভোটার হলো। প্রকৃতপক্ষে তার পড়াশোনা চলমান। সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যাক্তির সাটিফিকেট এর সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র এর জন্মতারিখ মিলেনা। পরবর্তীতে এটি সংশোধন করাও কঠিন হয়ে পড়ে;

৩) অবহেলা বা কম গুরত্ব প্রদান করে ইচ্ছেমতো তথ্য দেয়ার কারনেও জন্মতারিখ ভুল হয়ে যায়। দেখা গেছে সাটি ফিকেট বা চাকুরিতে প্রদান কৃত তথ্য বিশিষ্ট দলিলাদি খুঁজে বের করে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আলসেমি বা অবহেলার কারণে অনেকে ভুল ভাবে তথ্য প্রদান করেছে।

নামের ক্ষেত্রে : ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে নিজ নাম, পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রীর নাম অন্যতম অনুষঙ্গ।

১) নিজ নামের জন্য পাসপোর্ট / জন্মনিবন্ধন/ স্কুল সার্টিফিকেট বা সার্ভিস বুকে উল্লেখকৃত নামটি সঠিক বানানে ফরমে লিখা আবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডকুমেন্টে বিভিন্ন বানান বা ভিন্ন নাম থাকায় তথ্য প্রদান কালীন ভোটার নিজেই সিদ্ধান্ত হীনতায় থাকে কোন নামটি ফরমে লিখবে।

২) তথ্য সগ্রহের সময় পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্র দেখানোর কথা বলা হলেও অনেক সময় বিভিন্ন অজুহাতে এগুলো দেখানো হয় না। আবার সার্টিফিকেটের সাথে পিতা/মাতার নাম ভিন্ন থাকলেও পরবর্তীতে তা সংশোধন করাও কঠিন হয়ে পড়ে;

৩) গাফিলতি বা কম গুরুত্ব প্রদান করে ইচ্ছেমতো তথ্য দেয়ার কারনেও নাম ভুল হয়ে যায়। এরকম দেখা গিয়েছে সাটিফিকেট বা চাকুরিতে প্রদানকৃত তথ্য বিশিষ্ট দলিলাদি খুঁজেবের করে তথ্য সগ্রহকারিকে দেয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আলসেমি বা অবহেলার কারণে অনেকে ভুল তথ্য দিয়েছে। বর্তমানে ফরমের সাথে সার্টিফিকেট প্রদান বাধ্যতামূলক করায় এটি কমে এসেছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

সর্বশেষ যে শ্রেণি পাশের সার্টিফিকেট আছে সেটি উল্লেখ করতে হয়। অনেক সময় অধ্যায়নরত শ্রেণি উল্লেখ করা হয়। যা ভবিষ্যতে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ফরমের সকল ফিল্ড যথাযথ ভাবে পূরণ আবশ্যক।

তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিতের জন্য আমার সামান্য সুপারিশ :

১) যারা শিক্ষিত তাদের ফরমটা আমাদের তথ্য সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে পূরণ না করে নিয়ে নিজেই পূরণ করে দেয়া। যেহেতু ফরমে তথ্য সঠিক আছে কিনা এটি আবেদনকারী প্রত্যয়ন করেন।

২) আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্টস এ তথ্যগুলো একই রকম করে নিতে হবে। সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, জন্মনিবন্ধন সনদ এ নিজের নাম, পিতা- মাতার নাম এবং জন্মতারিখ একই ধরণের একই বানানে থাকা প্রয়োজন।

৩) সকল ধরনের প্রয়োজনীয় দলিলাদির একটি করে কপি ভোটার নিবন্ধন সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারীর কাছে রাখতে হবে। যেমন, সার্টিফিকেট, জন্মনিবন্ধন, পিতা-মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট (যদি থাকে), ড্রাইভিং লাইসেন্স (যদি থাকে), প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিবাহের কাবিন নামা, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মেডিকেল রিপোর্ট ইত্যাদি।

৪) নিবন্ধন কেন্দ্রে নিজের ফরমটি অপারেটরের নিকট দেয়ার আগে সকল দলিলাদির সাথে মিলিয়ে ভালভাবে সঠিকতা যাচাই করতে হবে।

৫) অপারেটর তথ্য এন্ট্রি করার পরে আবেদনকারীর নিজে কে দেখতে হবে সেটি সঠিক ভাবে এন্ট্রি হলো কিনা।

৬) প্রতি বছর হালনাগাদের পরবর্তী বছর তথ্য সঠিক আছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করার জন্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে চেক করে দেখতে হবে। আর ভুল থাকলে কোন ধরনের ফি ছাড়াই ঐ সময়ই সংশোধন করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর সংশোধন করতে ফি গুনতে হয়।

সারাদেশে আমাদের সহকর্মীগণ খুবই সতর্কতার সাথে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে থাকেন। একজন উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে দাপ্তরিক সকল কাজ, জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন, তদন্ত, নির্বাচনি দায়িত্ব পালনসহ অনেক কাজই করতে হয়। ইতিমধ্যে সহকারী উপজেলা নির্বাচন অফিসার নামে একটি ২য় শ্রেণির পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পদে দ্রুত নিয়োগ প্রদান করা হলে মাঠ পর্যায়ে কাজে অধিকতর গতিশীলতা আসবে বলে আমরা আশাবাদী।

An Auspicious Initiative For Expatriates

Kbd M AlamgirHossain

Flawless voter registration is a pre-requisite to fair polls. Since voting is a universal franchise every eligible citizens must be included in the voter list. So why will expatriates remain out of registration? It was a longstanding demand of expatriates to be included in the voter list. Present EC is very much enthusiastic of feeling the public pulse and performing constitutional responsibilities like overseas voter registration programmes.

Honorable CEC, K M Nurul Huda sir had launched it through joint video conferencing between Bangladesh and Malaysia.

In earlier days, EC had sent technical and non technical experts to visit in several countries for conducting feasibility study. EC had also arranged a workshop on Feb 27 in 2019 at BICC in Dhaka to receive suggestions and opinions from stakeholders, particularly diplomats stationed in countries.

Let alone, initiatives to register expatriates in the voter list had been taken by the two previous commissions but the move failed. In this process, 10 lakh expatriate Bangladeshis in Malaysia will to get NID cards for the first time. The eligible expatriates would be able to register their information through services.nidw.gov.bd.

This registration process is very easy and transparent. If anyone applies online, the commission would send it to respective Upazila Election Officer for scrutiny. A help desk, to be set up at Bangladesh Missions, would then collect ten fingerprints and iris scan of the eligible person.

Then it would be posted on the commission's server, printed on smart card and distributed to the individual through the help desk at the Bangladesh Mission.

Based on the experiences of Malaysia the EC would extend the initiative to other countries such as Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, and Bahrain and there may arise some challenges like:

1) Apathy of illegal expatriates and hesitations of dual citizenships holders may be notice able to enroll.

2) Most of the expatriates my not understand the written registering instructions and face few problems on online registration since they are illiterate and labor.

3) There may have lack of volunteering role in mobilizing the disabled individuals though A help desk may be set up there.

4) Difficulties may be experienced in capturing the fingerprints of certain categories of people who are specially day labor, hard workers, and aged people due to fading of their finger lines. A large number of expatriates (1.16 crores in different countries) are currently living abroad and contributing to the country's economy, but they are deprived of their voting rights during elections. Overseas voter registration may bring out focal opportunities through ensuring some facilities and relaxing some restrictions thus.

1) This process would pave the way for ensuring voting rights to the expatriates at their job destination countries.

2) Expatriates will get all facilities related to NID cards at home and abroad.

3) Applicants do not need to take support from anyone for filling information.

4) Expatriates will be involved in flawless voter registration and will not fall in the trap of the touts if applicants can fill up eight information and submit six documents as requirement.

5) The reason given in Bangladesh is that women cannot go out without male companion or husband's permission. This case can be exempted from overseas registration.

6) Physical insecurity and societal conflict which are bar to go to voter registration centre may not seen in overseas.

7) Women expatriates will not shy away from public declaration of their age and birth date.

8) Process may be smooth and up-to-date since selective and dynamic employees would be deployed and modern voter registering equipments and accessories would be available.

9) There will have no possibility to practice any persuasion or political pressure for biasness. So, successful registration is badly needed and hopes concerned authority may apply sharing ideas and consider the following recommendations for better performances:

1) A special committee can be formed by the registration officers who would oversee the programmes and solve any issues arising during the process.

2) Bangladesh Missions can inform to concerned committee of EC regarding illegal expatriates and dual citizenship visa holders for determining eligible expatriates.

3) Registration team should be formed by the deserving and dedicating employees of ECs. They must be trained up efficiently. Seletctions should be crystal clear and budget should be increased.

4) Concerts participated by popular musicians and celebrities in overseas can be arranged to promote the participation of expatriates. Uganda got a positive impact from this strategy.

5) Some key considerations for efficiency in enrolment may be judiciously carried out such as speed of data collection, economic and prevalence software, capture of the most suitable photographs, special care on editing personal information as well as birth dates, state of the art reporting and query tools.

6) Expatriates databases of BB and concerned ministry can be shared. These will give a clear picture and provide vital information of the expatriates indeed.

7) Foreign embassy can hold a constructive meeting with various kind of associations (district, divisions, social, cultural and other professional) and political branch committees formed in overseas with a view to increasing voter registering participants.

8) To this registration end, necessary amendments can be made to the voter list rules in the light of present circumstances. EC's dynamic and experienced officers have historical performances in completing several voter lists with photographs. Cambodia and Kosovo are following our bioenrollment procedures. I think this programme would not only strengthen the relationships between expatriates and Bangladeshis but also increase patriotism. We do hope no inefficiency, no irresponsibility and no criticism will be focused without presenting a well-accepted expatriates voter list if there remains cordial cooperation from all levels.

একটি ব্যালট বাক্সের আত্মকথা

মোঃ আইনুল হক গাজী

আমার জন্মের লগ্ন-তিথি নিয়ে ইতিহাসবেত্তাদের মতো আমারও কোনো মাথাব্যথা নেই। ছোট্ট স্মৃতিপটে অযথা ভিড় জমিয়ে লাভ কী। কেবল এইটুকু জানি, 'গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের মূলধারার চেতনা বিবেচনায় জনগনের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপদানের সহায়ক প্রক্রিয়ার অন্যতম অংশীদার হিসেবে আমার অস্তিত্বের ধারণা'। মূলত ভোটপ্রদানের গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে আমার আবির্ভাব। যদ্দুর মনে পড়ে ১৮৭০ সালের দিকে উত্তর-পূর্ব আমেরিকায় গোপন ব্যালট বাঙ হিসেবে কাঠের খোলসে আমার আত্মপ্রকাশ। আর ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে স্টীলের অঙ্গাবরণে স্বাধীন বাংলাদেশে আমি প্রথম ব্যবহৃত হই। স্টীলের প্রতি অনাস্থা থেকে আমার বয়স চল্লিশ না পেরুতেই স্বচ্ছতার খোল নলচে আমাকে পরিবর্তন করা হয়। এক্ষেত্রে আমার কাজের কোন পরিবর্তন হয়নি। কাজতো আমার একটাই-'চেয়ার' এর জন্য 'ম্যান' তৈরি।

জন্মের উষালগ্ন থেকে আমার এ কাজটা তিক্ততায় ভরা। সারাটা বছর আমি পড়ে থাকি গোডাউনের একটি অযত্ন কর্ণারে। বছরে এক-দু'বার যে ধোয়া-মোছা হয়না তা নয়। কালেভদ্রে বড়বাবুদের হাতের স্পর্শে আমার সাময়িক সম্বিত ফেরে। তাতেই আমার তুষ্টি। সাধারণ লোকের মাঝে অতশত চিন্তা চেতনার উদ্ভব না হলেও চিন্তাবাবুদের কথামতো আমি গণতন্ত্রের রক্ষাগার। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সবকিছুর চেহারায় ন্যুজ ভাব দেখা দিলেও আমার বেলায় হয়েছে উল্টো। যত বয়স বাড়ছে ততই আমার জৌলুসের উত্তরণ আর শ্রীবৃদ্ধি। বলা যায় ভীমরতির উল্টোগতি। স্টীলের খোলস ছাড়িয়ে স্বচ্ছতার রেশ ধরে বর্তমানে ইভিএম আধুনিকায়নের চূড়ায় আমার অবস্থান। প্রজাদের রাজা বাছাইয়ে আমার যে কী কদর তা বলে বুঝানো যাবে না। সময় হলে আমার ডাক পড়ে শুভক্ষণের দায়িত্বপালনের। ঝেড়ে মুছে সাফ করা হয় আমার গতরে জড়ানো ধূলো ময়লা। মাঝে মধ্যে স্নানও করানো হয়। ঠিক যেন নওশার মতো করে। কেন্দ্রে গমণের জন্য একেবারে জমকালো আয়োজন। পুলিশ-প্রশাসনের রাষ্ট্রীয় পাহারায় আমার চলাফেরা। ভোটকেন্দ্রে অবস্থানের পুরো সময় জুড়ে পাইক-পেয়াদা'র কোন ঘাটতি থাকে না। সেখানে রাজাধিরাজ থেকে শুরু করে কুলি, মজুর রিকশাওয়ালা'র করস্পর্শে আমি সিক্ত হই । তাদের স্পর্শের কোমলতা যে কত তৃপ্তির, কত মধুর তা বলে বোঝাতে পারবো না। এমন একটা মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য আমাকে দিনের পর দিন এমনকি বছরের পর বছরও অপেক্ষায় থাকতে হয়। উঁচু-নিচু, বর্ণ-শ্রেণিভেদে আপামর সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজা নির্বাচনের এই একাত্মতার দৃশ্যপট অবতারণার ধারণা থেকেই হয়তো গন্ত্রতন্ত্রের সূচনা। ভাবতে ভালোই লাগে। হৃদয়টা আহ্লাদিত হয় সুখানুভূতিতে। বিপত্তি বাঁধে তখনই, যখন কেবল একজনেরই মুখে বিজয়ের হাসি ফোটে। পরাজয় মানতে না পেরে অন্য সবাই আমার দিকে সন্দেহের আঙ্গুল তোলে। 'পরাজয় বরণ মানব স্বভাবে যায় না'-এই কষ্টকর সত্য থেকেই এমনটি হয়ে থাকে। আমি অতশত মনে রাখতে যাইনা। আচ্ছা বলুন তো, আমার কিইবা করার থাকে? সকলের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমার জন্ম নয়-এটাই চিরন্তন। কেউ তা বুঝতে চায় না। কী করেই বা বুঝবে; রান্নাঘর থেকে শুরু করে রাজপথ অবধি জননেতার দরদমাখা শত আয়োজন মুহূর্তেই এমনি করে যে পণ্ড হবে তার জন্য কয়জনই বা প্রস্তুত থাকে? তবে আমাকে কিন্তু অনেক কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ভোটগ্রহণ শেষে কারও গলার মালা অনেকের বুকে জ্বালার কারণ হয়। যে জ্বালার রেশ ধরে আমার বুকে আঁকা হয় পরাজিতের ঘৃণার পদচিহ্ন। সময় খারাপ হলে জনতার রোষানলে মাঝে-মধ্যে কতত্ আঘাত যে আমায় সইতে হয়! অবস্থাভেদে অনেক সময় মন্ডে আমার চিরমুক্তি মেলে। আমার হিসেবের খেরোখাতায় সেটা এক অনবদ্য কাব্য। সেই কাব্যের মন্ড নামক 'চিতা'র নিঃসরিত ধোঁয়ার কুন্ডলীর পাকে আকাশে উড়তে থাকে গণতন্ত্রের 'মুক্ত বিহঙ্গ'। আর এভাবে জন্ম জন্মান্তরে আমার সার্থকতা।

যাক পদ্যে আর কাজ নেই, 'নো থ্যাঙ্কস' এর কাজ আমার। যে কথা বলছিলাম, ভোটগ্রহণের পর সবার নজর থাকে আমার দিকে। সারাটাদিন মানুষের চিন্তা-চেতনার ফসলে আমার উদরপূর্তি হয়। না পাওয়ার বেদনা, পুঞ্জিত বাসনা, যুবক-যুবতীর লালিত স্বপ্ন, অধিকার আদায়ের অদম্য ইচ্ছাশক্তি এমন হাজারো মিশ্রিত অভিব্যক্তির প্রতিফলনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী থাকতে হয় আমাকে। নির্বাকের মতো আমি শুধু চেয়ে থাকি আর হজম করি। ভোটগ্রহণ শেষে আমার অন্তস্তল থেকে ব্যালট পেপার বের করা হয়। ভোটগ্রহণে নিযুক্ত কর্তারা একে একে সীলমোহরকৃত প্রতীকের সংখ্যা গণনা করতে থাকে। আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলতে থাকে সবার মন। গণনা

শেষে আনন্দদ্যুতিতে কোন কোন মুখ হয়ে উঠে পূর্ণ তিথির শশী। আবার কোন মুখে রাজ্যের মলিনতা। তবে ফলাফল যাই হোক এবারও বীরদর্পে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটে। এবার আর আগেকার মতো অত কদর মেলে না। ব্যস্ততার অজুহাতে ট্রাক থেকে ছুড়েও ফেলা হয় আমাকে।--হাড্ডি ভাঙে, শিরায় টান ধরে, আরো কত যে ব্যামোর সৃষ্টি হয় তার কোন হিসেব নেই। এখানে আমার আহত নিহতের অতসব খবর ফলাও হয়না।

লাগামহীন ঝক্কির পর অবশেষে স্বস্তির দেখা মেলে। স্টোর রুমে দেহ ভাসিয়ে অবসাদ মোর্চনের নিঃশ্বাস ফেলি। দু'চোখে গণতন্ত্রের আলো এসে ভিড় করে। ভাবতে থাকি কালে কালে এমনি কত আত্মত্যাগে রচিত হয় গণতন্ত্রের মহাকাব্য। জনমনের মননের সুষ্ঠু প্রতিফলনের সূচনায় প্রবাহিত উন্নয়নের স্রোতস্বিনী ধারায় বিকশিত হয় জাতির উন্নয়ন। আমার পিঞ্জর থেকে মানুষের 'লালিত স্বপ্নের অঙ্কুরোদগম ঘটে' -ভাবতে কী যে দারুণ লাগে! গর্বে চাঙ্গা হয় আমার ভাঙ্গা বুক !! কথায় কথায় অনেক সময় পার হয়ে গেল। মহাকালের সিঁড়ি বেয়ে একটা সময়ে হয়তো কেবল ইতিহাসের ধূলোজমা মলাটে ঠাঁই পাবে আমার কীর্তি-কাহিনী। কালের বিবর্তমানে আমি একদিন থাকবো না। আমার 'নো থ্যাংকস' এর কাজটা অন্যকেউ অন্যরুপে পালন করবে। তবে যাইই হোক - আমার ভিত্তি প্রস্তরেই সেই অনাগত রুপের প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হবে-এটাতে কোন অত্যুক্তি নেই। ইভিএম তো তথ্য প্রযুক্তির দোহাই দিয়ে ইতোমধ্যে আমার খানিকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে। তাতে আমার আপত্তি নেই। সেতো আমারই বংশধর। বলা যেতে পারে -ইভিএম এদেশে আমার তৃতীয় প্রজন্ম। সময়ের তাগিদে ইভিএম-কেও ছাড়িয়ে তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় নতুন নতুন কত কিছুর আবির্ভাব ঘটবে তার কী ইয়ত্তা আছে? কোন এক সময়ে মানুষ হয়তো ঘরে বসে ভোট দিবে। মোবাইল ফোনের স্ক্রীন চেপে পছন্দের প্রতীকে তার সমর্থনের জানান দিবে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে এমন দিনের দেখা মিললে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কালের অগ্রযাত্রায় এমনি করে শত শত নতুনের ভিড়ে চিরচেনা রুপে আমার এ পথচলার একদিন অবসান ঘটবে।

ভোটার দিবসের গান

মোঃ শহীদুল ইসলাম সরকার

আয়রে ছুটে আয়রে ভাই
দলে দলে আয় সবাই
আজকে হল ভোটার দিবস
এই নিয়ে গান গাই।।
মার্চ মাসের দুই তারিখ হোক
যে কোন দিন বার
ঐ তারিখকেই ভোটার দিবস
ঘোষণা দেয় সরকার,
তাইত মোরা আনন্দেতে
প্রতি বছর এই দিনেতে
সবাই মিলে ভোটার দিবস
পালন করে যাই।।
সকল থানা,উপজেলা,
বিভাগীয়, জেলা শহরে
ভোটার দিবস পালন
করি প্রতি বছরে
এই দিবসের বিশেষত্ব
এই দিবসের কি গুরুত্ব
ভোটার হলে কি উপকার
কেমনে হব নতুন ভোটার
এসব তথ্য দেশবাসীর
সবার জানা চাই।।
এনআইডি কার্ড খুব দরকারি
প্রতিটি ক্ষেত্রে
ভোটার হলেই সেই এনআইডি
পাবে প্রত্যেকে
মেয়ে কিংবা হোক সে ছেলে
আঠারো বছর বয়স হলে
তথ্য সমেত ভোটার হতে
কোন বাধা নাই।।

মোমেনারগল্প

মোঃ আইনুল হক গাজী

ওগো মা মোমেনা!
দেরী করিস না,
পরে আনিসরে জল।

ভোটার কার্ড পেতে-
ফটো তুলিতে-
ইশকুল মাঠে চল ॥

সরকার সেতো,
দেয় কত শত-
ত্রাণের ছড়াছড়ি।

ঝড়-তুফানে
আমরা পাইনে
এক কানা-কড়ি ॥

ক'দিন পরে
বিয়ে দেব তোরে
বড়জোর মাস ছয়।

বিয়ে হবে নাকি
ভোটার কার্ড দেখি
মাস্টার সাবে কয় ॥

গতবার ঝড়ে
ঘর নড়বড়ে
চালে জোটেনি শণ।

পরিষদে গেলে
সচিবে বলে,
"আগে আইডি কার্ড করিলন" ॥

সব খানে আগে
ভোটার কার্ড লাগে
বুঝিবো কেমন করি।

নইলে কী আর
এমনি বার বার
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরি ॥

পিতা ও কনে
চলিল একসনে
তুলিতে হইবে ছবি।

নয় যেন তেন
তাই আলতা-স্নো
লাগাইলো মোমেনা সবই ॥

আঙ্গুলের ছাপ
চোখের মাপ
কত গল্প পাড়ার লোকে।

'বিয়ে','পরিবার'
ছোট এক ঘর
স্বপ্নেরা ভাসে চোখে ॥

প্রতীক্ষা শেষে
অবশেষে,
কার্ড মোমেনার হাতে।

স্বপ্নদের ভিড়ে
শূন্যে ওড়ে,
ঘুম নেই নয়ন পাতে ॥

বাবা-মেয়ের চোখে
কত ছবি আঁকে
ভরসায় বাঁধে বুক।

কাটিবে বাঁধা,
সন্দেহ-দ্বিধা,
হাসিভরা দুইটি মুখ ॥

কিজানি কী হয়?
হারানোর ভয়!
আঁচলে রাখে বাঁধি।

এমনি করে
আশার বাহুডোরে
কাটে দিন নিরবধি ॥

হঠাৎ কালগ্রাসি
এক সর্বনাশী-
ঝড় আসিল ধেয়ে।

ছোট্ট সে ঘরের
যত জোগাড়ের
সব গেল বুঝি ধুয়ে ॥

শক্ত করে
ধর মাগো মোরে
ক্ষেপেছে তুফান ভারী।

বৃথা পিতৃস্নেহ,
শোনেনি কাকুতি কেহ
শূন্যে মোমেনার নিষ্ফল আহাজারি ॥

পিতার মিনতি
রাখেনি নিয়তি
হারিয়েছে নয়নমনি।

বানের পানি
নিয়াছে টানি
মোমেনার দেহখানি ॥

শোকে, নিস্তব্ধপিতা!
মূক যত মুখরতা!
নিশ্চল পাথর সমান ।

নদী পারে বসে-
অশ্রুতে ভাসে,
একা কাটে দিনমান ॥

দিন-দুইপরে
নজরে পড়ে-
শাড়ী ভাসে নদী কিনারায়।

চেহারার দশা,
কী সর্বনাশা!
চেনা যে বড় দায় ॥

ফেরাতে চোখ,
সহসা এক লোক-
দেখিল আঁচলে কি বাঁধা।

অঞ্চল খুলে-
ভোটার কার্ড মেলে,
কাটিল ঘোর ধাঁধা ॥

চেহারার দশা,
কী সর্বনাশা!
চেনা যে বড় দায় ॥

জীবনে যাহার
স্বপ্নের পাহাড়-
বাঁধা আঁচলের গিঁটে।

নিথর মোমেনা
আজ আর খোঁজেনা
তরী তার কোন ঘাটে ॥

কালের স্রোতে
এমনি নিভৃতে
স্বপ্নরা যায়-আসে।

তবুও ধরার মাঝে
মোমেনারা মরিয়াও বাঁচে
সমাধির দূর্বাঘাসে ॥

"এক ভোট"

মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

মধুমতি ইউনিয়নের গ্রামে গ্রামে নানা রকম পোষ্টারে ছেয়ে গেলেও মতিউর মিয়া যে এবার ভোটে জিতে যাবে এ বিষয়ে অনেকেই নিশ্চিন্ত। যদিও পরপর দুইবারের চেয়ারম্যান বাবুল মুন্সি প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। তবুও সবার অনুরোধেই সকলের প্রিয় মানুষ মতিউর মিয়া গরু প্রতীক নিয়েই ভোটে দাঁড়ালো। এবারের নির্বাচনে মহিষ, গাধাকে পেছনে ফেলে গরুর অবস্থান যে কত পাকা তা হাটে বাজারে আর পথেঘাটে লোকজনের কানাঘুষা থেকে সহজেই বুঝাযায়। মতিউর মিয়া অবস্থাসম্পন্ন কৃষক, বয়স পঞ্চাশের উপর, ফর্সা চেহারা, মাথার অর্ধেক চুলই বিদায় নিয়েছে সময় হবার আগেই। চুল না থাকলে কি হবে মতিউর মিয়ার হৃদয় জুড়ে রয়েছে জনগণের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। মতিউর মিয়ার কাছে কখনও সাহায্য চেয়ে নিরাশ হয়েছে এমন হয়নি। সকাল ৯ টা মতিমিয়া বারান্দায় বসে আছে, ঘরের বারান্দায় একটা চৌকি তার উপর পাতলা একটা কাঁথা বিছানো রয়েছে। মতিউর মিয়া তার উপর বসে চায় চুমুক দিচ্ছিল। এমন সময় বেলু এসে খবর দিল লোকজন জড় হয়েছে। তাদের বাইরের ঘরে বসানো হয়েছে। মতি মিয়া বলল, যা ওদের বাইরের ঘরে বসতে বল আর চাচীকে চা দিতে বল।

এমন সময় বেলুর বউ রুনা এসে বলল-চাচা চায়ের চিনি শেষ, চাচী চিনি আনতে বললো। মতিউর মিয়া বেলুর হতে ২০০ টাকা ধরিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরের দিকে রওনা দিল। আগামীকাল নির্বাচন শেষবারের মতে সবকিছু সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হবে। মাসুদ আর রাসেলের সাথে চুক্তি পাকা করে ফেলতে হবে। এ বিষয়ে ওদের বুদ্ধির তুলনা পাওয়া যায়না।

বেলু কখনো কাউকে কিছু বলেনা কিন্তু ভালই বুঝে এবার নির্বাচনে মতি চাচা জিতবে । কতজন কতকিছু বলে। তবুও বুঝা যাচ্ছে মতি চাচাই সবার উপর। মতি চাচার মতো ভালো মানুষ আশে পাশে দশ গাঁ খুজলেও পাওয়া যাবে না। কতজনের কত বিপদ মতি চাচা জান দিয়ে উপকার করেছে। সবাই চায় মতি চাচাই জিতুক। সেজন্যইতো বেলুরা সবাই এরকম জোর করেই মতি চাচাকে ভোটে দাঁড়াতে প্রায় বাধ্য করেছে।

বেলু তার বউ রুনি ও একমাত্র ছেলে রাজু এই বাড়িতেই খেয়ে পরে মানুষ। সেই ৮ বছর বয়সে বাবা হাফিজুরের সাথে এসেছিলেন পাবনা থেকে। এসে রয়েই গেছে পাকাপাকিভাবে। মতিচাচা তাকে নিজের ছেলের মতোই মানুষ করেছে। রুনির মতো ভালো মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছে। শুধু তাইনা বিয়ের পরও বউ নিয়ে মতি চাচার বাড়িতেই থাকছে। চাচীও খুব ভাল মানুষ। কখনও থাকা খাওয়া নিয়ে কোন কটু কথাও শুনতে হয়নি কখনো।

বেলু তাড়াতাড়ি চিনি এনে রুনাকে ডেকে চিনিটা হাতে দিয়েই বাইরের ঘরে আসলো। চাচা গোপন বৈঠক করছে। বেলু ভাবলো এই ফাঁকে গায়ে একটা চক্কর দিয়ে আসবে। কালকে যেন সবাই চাচাকে ভোটটা দেয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

দুপুর ১২ টা নাগাদ বেলু বাড়ি ফিরে দেখে মতি চাচার তিন মেয়েই এসেছে। রুনি খুব ব্যস্ত রান্না-বান্না নিয়ে। বেলুকে দেখেই রুনি ঘোমটা দিয়ে বললো কোথায় ছিলে চাচা তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রান।

বেলু মুচকি হেসে বললো রুনি যা দেখে এলাম সবাইতো দেখি চাচাকেই ভোট দেবে। রুনি বললো হু কালকে আমার তো প্রথম ভোট। চাচাকেই ভোট দিব।

বেলু বললো- তোর একটা ভোট না দিলেই কি চাচার অভাব হবেনা, কাম কর তুই।

বেলা গড়িয়েছে। মতিউর মিয়া বারান্দায় চৌকির উপর দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবছে দু-দুবিঘা জমি বেরিয়ে গেল। ধার করতে হলো হাজার পঞ্চাশ। এতো ভালো হয়ে কি লাভ। মানুষগুলো টাকা ছাড়া কিছু বোঝেনা। অনুরোধে ঢেকি গেলার মতো তিনি ভোটে দাঁড়ালেন। সবাই প্রশাংসা করে এমনভাবে আকাশে তুলেছে। এই ভোটে না জিতলে এখন বেইজ্জতি হয়ে যাবে। বাবুল মুন্সীর টাকা উড়ানো দেখে তাকেও কতরকম আব্দার মেটাতে হলো। দেখা যাক টাকাই বড় কথা নয়, মানুষের ভালোবাসাই আসল। সবাই তার পক্ষে তার জীবনে এমন প্রাপ্তি ভাবতেই ভালো লাগছে।

সকাল ৮টা। মতি চাচা বলে দিয়েছে বাড়ির মেয়েরা আগে যাবে ভোট দিয়ে আসবে। পরে অন্যরা, বেলু খুব ব্যস্ত চাচা চাচী সব দিকেই তাকে সামলাতে হচ্ছে।

বেলু রান্না ঘরে উকি দিয়ে দেখে রুনি পরোটা বানাচ্ছে।

বেলুকে দেখেই রুনি বললো- চাচী আর আপারা তো ভোট দিতে গেলো। রান্না শেষ হলে তুমি আমাকে নিয়ে যেও।

বেলু বললো- তুই তাড়াতাড়ি রান্না শেষ কর, ১০টার দিকে এসে নিয়ে যাব।

ব্যাপকভাবে জমে উঠেছে ভোট। দলে দলে সবাই ভোট দিতে যাচ্ছে। মতিউর চাচার সাথে বেলু ভোট দিয়ে আসল। প্রতি কেন্দ্রেই খোঁজ নিতে হবে। আজ নাওয়া খাওয়ার সময় নাই।

কেন্দ্রের ফল আসতে শুরু করেছে। মতিমিয়া অবাক হয়ে দেখলো ৪টা কেন্দ্রের গরু মার্কা এগিয়ে থাকলেও আরো ৪টা কেন্দ্রের ফলাফল বাবুল মুন্সির মহিষ মার্কার সাথে সব মিলিয়ে সমান সমান ভোট। মতিউর মিয়ার বুকে ভিতর ধুকধুক করছে। অবশেষে ৯ নম্বর কেন্দ্রের ফলাফল আসল। মতিউর মিয়া অবাক হয়ে গেলেন টাকার কাছে জনগণের ভালোবাসা হেরে গেছে। এক ভোটের ব্যবধানে গরু মহিষের কাছে হেরে গেছে।

মতি মিয়া ভাবছেন। আহা মাত্র এক ভোট মুখ দেখাবো কি করে এবার লজ্জায় তো এবার মাথা কাটা গেল।

বেলু চোখ মুছতে মুছতে ভাবলো। আহা এ ভোট কোন হারামি এই বেইমানিটা করলো। হঠাৎ বেলুর মনে পড়লো সকালে রুনার ভোটটা দেয়া হয়নি।

অবলা একটা মেয়ে মানুষের ওই একটা ভোট যে এই মহুর্তে কত দরকারী ছিল, বেলু সেটা ভেবে আর কুল পেলোনা।

Voter's Day for Young Voters

Nasima Akhter

Democracy is a form of government where the people of the county have the authority to choose their governing legislators. Bangladesh is a democratic country. Thus its people are entitled to vote and choose its government.

Voters are people who can vote and elect the nations governing body. To be a voter one must have a voter's ID. In most countries the voting age is 18, while there are countries where the voting age is 16. Same countries also have a voting age that is significantly higher than 18. Countries like Singapore, Kuwait, Oman all have a voting age of 21. Bangladesh on the other hand advocates and practices what majority of the world follows. In democracy voters play a vitol role as they are the ones who decides the government of the country. Bangladesh observes its voter's day on the 2nd March. Since 2018 Bangladesh has been commemorating its voter's day. However the first time, the voter's day was actually observed on the 1st of March. On voter's day the election commission give prominence to young voters and a national programme is also conducted where the young voters are encouraged to participate in the elections. They are made aware of their roles in the society and rolls. The focus, however is not always the same every year. The theme is practically correlative but not exact. The day deals with voter's education, to wind up the matter. Besides Bangladesh there are a few other countries that observe voter's day. One such example would be India. India has been observing voter's day since 26th January of 2011. However originally the voter's day in India is observed on 25th of January every year. The India, Election Commission enrolls new voters in the electoral rolls on that occation.

As voting is a significant responsibility for the adults of a society, it is of great importance that the voters are made well aware of their fidelity. To make sure the voters are privy to their role in the society's rolls, the election commission could contrive advertisements on voter education. The advertisements could portray the importance of young voters in safety. Other initiatives such as printing posters with striking slogans or creating souvenirs and other merchandise can also be given a thought to, in order to encourage young voters to get in the act. As the young generation are a lot more social and exposed to the internet, advertisements in different platforms could be produced to spread awareness as well the opportunity to disseminate campaign materials for young people.

There could be cultural programme based on voter's education. The election commission could organize interactive programme such as game shows or quiz to attract young voters as well. Other initiatives such as street dramas or creation of folk songs and regional music shows could be arranged all around the country. Youth festivals can also be organized to make the new voters aware of their responsibilities in general rolls or any other polls. For that matter, In the festivals gifting the young voters colourful posters and other souvenirs would definitely attract new voters to participate in the elections.

ফটো গ্যালারি

ফটো গ্যালারি



জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি



একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা

ফটো গ্যালারি



জাতীয় ভোটার দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠান



ফটো গ্যালারি





জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর অনুষ্ঠানে নির্বাচন পদক প্রধান করছেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার

ফটো গ্যালারি



জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর অনুষ্ঠানে নির্বাচন পদক প্রধান করছেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার



জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর অনুষ্ঠানে নির্বাচন পদক প্রধান করছেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার

ফটো গ্যালারি



জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা



জনাব মাহবুব তালুকদার

ফটো গ্যালারি



জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম



জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম

ফটো গ্যালারি



জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.)



জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

ফটো গ্যালারি



জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর সাংকৃতিক অনুষ্ঠান



জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সচিব জনাব মোঃ আলমগীর

ফটো গ্যালারি



একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উপলক্ষে কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি মাননীয় কমিশনের শ্রদ্ধা নিবেদন



একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার ও কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ

ফটো গ্যালারি



নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নবাগত সচিব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকারকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হচ্ছে



নির্বাচন কমিশনের সাথে নির্বাচন কমিশন বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন আরএফইডি এর নতুন কমিটির পরিচিতি মূলক সভা

ফটো গ্যালারি



ভোট কক্ষে ইভিএমে ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ মিলেয়ে ভোটার সনাক্ত করা হচ্ছে



পৌরসভা নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে মহিলা ভোটারদের দীর্ঘ লাইন



বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

www.ecs.gov.bd